রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফবিল্লাহ্

হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

কুধারণা ও প্রতিকার

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

কুধারণা ও প্রতিকার

মূল ঃ

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌
হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব
দামাত বারাকাতুহুম

তরজমা ঃ

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন
খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
যোগাযোগ ঃ ০১৯১৪৭৩৫৬১৫

প্রকাশক
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
যোগাযোগ ঃ ০১৯১৪৭৩৫৬১৫

খানকাহ্ এমদাদিয়া আখতারিয়া
গুলশান-এ-আখতার
৪৪/৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
যোগাযোগ ঃ ০১৭১৬৩৭২৪১১

প্রকাশকাল ঃ
জুমাদাল উলা ১৪২৭ হিজরী জুন ২০০৬ইং

মূল্য : ৫৫.০০ টাকা

কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা

শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্‌ আহবাবদের একজন। আল্লাহ্‌পাক তাকে ছহীহ্‌-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহবাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ)-এর এলমী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্‌পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্‌ওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন। তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহ্‌নতসমূহকে সর্বোত্তম কবুলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্‌কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার

খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া

গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী

১১ই শা'বান আল্‌ মোআয্‌যম ১৪২৭ হিজরী

باسمہٖ تعالیٰ شانہٗ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANQAH IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O.BOX NO. 11182
PHONES : 461958 - 462676 - 4981958

حکیم محمد اختر عفی عنہ
ناظم: مجلسِ اشاعۃ الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ / اشرف المدارس
ایس ٹی ۱۔ ۔ اے، گلشن اقبال بلاک ۲، کراچی
پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۸۲
فون: ۴۶۱۹۵۸-۴۶۲۶۷۶-۴۹۸۱۹۵۸

عزیزم مولانا عبد المتین صاحب سلمہ میرے بہت ہی خاص احباب میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سب احباب ہی اہل محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے امیر محبت ہیں۔ میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے۔ یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیات قلبی کی بھی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے، محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں اور وجد آفریں بنا دیا ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور احقر کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لئے احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پبلکیشنز قائم کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباع اسلاف میں مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے کتب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دین کا وشوں کو شرف حسن قبول بخشے اور گھر گھر عام کر دے اور قیامت تک کے لئے صدقۂ جاریہ بنائے۔ آمین۔

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۱ شعبان المعظم ۱۴۲۳ھ

সূচীপত্র

বিষয় ঃ পৃষ্ঠা

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে কিতাব ও গ্রন্থকারের পরিচয় ---------------- ৮

কুধারণার পক্ষে নিরানব্বইটি প্রমাণ সত্ত্বেও ---------------------------- ১৩

কুধারণাকারী মহা বিচারপতির আদালতের আসামী -------------------- ১৪

বুযুর্গদের প্রতি কুধারণার কারণ ঃ দুইটি বস্তুর অভাব ------------------ ১৪

নির্বোধ লোকজন কর্তৃক হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কীর প্রতি অভিযোগ-- ১৫

বেয়াদবদের সংসর্গ ও বই-পুস্তক হইতে দূরে থাকা জরুরী ---------------- ১৭

শায়েখ মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবী (রঃ)-এর সহিত শয়তানের সওয়াল-জওয়াব ১৭

শয়তানের প্ররোচনা হইতে রক্ষার পন্থা কুকুর দমনের অনুরূপ ------------- ১৮

হযরত মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবীর প্রতি হযরত থানবীর আদব ও ভক্তি------ ১৯

হাকীমুল- উম্মত হযরত থানবী কর্তৃক শয়তানের সেই প্রশ্নের উত্তর --------- ২০

দুর্ঘটনার শিকার হইয়া কালেমা ছাড়া মৃত্যু বরণ করিলেও কি সে মুসলমান -- ২১

অন্তরে কুফরী অছঅছা আসিলেও কি সে মুসলমান --------------------- ২১

অছঅছাকে আল্লাহ্‌র মা'রেফতে পরিণত করার উপায় ---------------- ২২

শয়তান শুধু প্ররোচনা দিতে পারে কিন্তু পাপে লিপ্ত করার ক্ষমতা তাহার নাই- ২৪

পাপের হাজার অছ্অছা, হাজার আগ্রহ সত্ত্বেও পাপ না করিলে তাক্ওয়া অটুট- ২৫

অছ্অছার প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করাই উহার প্রতিকার --------------- ২৬

ওলীগণের উপর ইছমে-হাদীর তাজাল্লী হয়, আর শয়তান হইল
ইছ্‌মে-মুযিল্লের প্রকাশস্থল -- ২৬

বুযুর্গদের সংস্রবহীন লোককে 'অনুসরণীয়' বানাইলে তোমার
দ্বীন-ঈমানের সর্বনাশ ঘটিয়া যাইবে----------------------------------- ২৭

কোন্ বই-কিতাব পড়িবে এবং কোন্‌টি পড়িবেনা ---------------------- ২৭

কাহাকে অনুসরণ করিবেনা এবং কাহার জ্ঞান-বিদ্যা অনুসরণযোগ্য---------- ২৮

ওস্তাদ-শাগরেদের সুত্রটি দ্বীনের এক বুনিয়াদী বিষয় --------------------- ২৯

স্বঘোষিত ইসলামী চিন্তাবিদদিগকে অনুসরণের ধ্বংসাত্মক পরিণতি---------- ৩০

প্রিয় নবীর সাক্ষাত-শিষ্য সাহাবীগণকে বাদ দিয়া দ্বীন বুঝা কি সম্ভব --------- ৩০

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা
খাঁটি পীর ও অখাঁটি পীর	৩১
জায়েয-নাজায়েযের ফিকির রাখা মোমেনের কর্তব্য	৩২
রহমতের ট্রাক ও আযাবের ট্রাক	৩২
কুধারণা দ্বীনের প্রকৃত খাদেম ও দ্বীনী কেন্দ্রসমূহ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়	৩২
এলাহাবাদের এক বুযুর্গের প্রতি পেস্তা ভক্ষণের অভিযোগ	৩৩
বর্তমান কালের মোজাহাদা (সাধনা) ও প্রাচীন কালের মোজাহাদার যুক্তিগ্রাহ্য পার্থক্য	৩৪
কুস্তিগীর হযরত জুনাইদ বাগদাদীর পরাজয়ের বিবরণ	৩৫
বুযুর্গদের প্রতি কুধারণা সম্পর্কে মাওলানা রূমীর দৃষ্টান্ত	৩৭
চাঁদে পায়খানার গন্ধ আবিষ্কার	৩৭
খোদার জ্বালানো চেরাগ নিভানো যায় না	৩৮
আফ্রিকার জঙ্গলে এক ধিকৃত আয়নার ঘটনা	৩৮
বুযুর্গদের প্রতি যার যত ভাল ধারণা, তার প্রতি তত বেশী রহমত	৩৯
ইঁদুর হইল উটের পীর সাহেব ঃ (আমাদের মত ছোটদের ও স্বঘোষিত ইসলামী পণ্ডিতদের বুযুর্গানেদ্বীনের মুরব্বী সাজার দৃষ্টান্ত) ঃ	৪০
ধূলা ও পাহাড়ের সংলাপ	৪১
মিল-মোনাছাবাত না হইলে চলিয়া যাও, কিন্তু গোস্তাখী করিও না	৪১
আদব আল্লাহ্‌র মহব্বত ও আল্লাহ্‌র পথের বুনিয়াদ	৪২
খাঁটি পীরের শাসন মুরীদের জন্য মহৌষধ	৪২
কামেল পীরের অনুসরণ ও পীরের সম্মুখে বিলীনতা দো-জাহানের মঙ্গল	৪৩
বুযুর্গানেদ্বীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ মূর্খতা ও আহাম্মকী	৪৪
আহাম্মকী খোদায়ী গযব ঃ (হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা)	৪৪
অহংকার বেকুবদের ব্যাধি	৪৫
যিনি আমাদিগকে দ্বীনের একটি অক্ষরও শিক্ষা দিলেন, আমরা তাঁহার গোলাম	
আদব-তমীযের দোআ	৪৭
খোদাপ্রেমের ব্যথা	৪৮

حکیم محمد اختر

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ

گلشن اقبال ۲ کراچی

مولانا عبدالمتین سلمہ اللہ تعالیٰ میرے بہت ہی خاص احباب
میں ہیں اور ۱۹۸۰ء میں جب احقر کا بنگلہ دیش کا پہلا سفر ہوا تھا
اسی وقت سے احقر سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرے دردِ دل
کے ترجمان ہیں اور میری بہت سی کتابوں اور مواعظ کے مترجم ہیں
جس نے میرے کسی وعظ یا تقریر و تصنیف کا ترجمہ جو مولانا
عبدالمتین نے کیا ہو پڑھ لیا اس نے گویا میرا ہی
دردِ دل اور میری قلبی کیفیات کو پڑھ لیا۔ فقط

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ
۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ
مطابق ۱۴ جنوری ۲۰۰۹ء

কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ্ 'রূমীয়ে-যামানা' হযরত মাওলানা
শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

'আন্তরিক তাওয়াজ্জুহ্‌পূর্ণ বাণী'

মাওলানা আবদুল মতীন (ছাল্লামাহুল্লাহু তা'আলা) আমার অত্যন্ত খাস্ দোস্ত-আহ্‌বাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যখন আমার সর্বপ্রথম সফর হইলো, তখন হইতেই সে আমার সহিত দেওয়ানা-আশেকের সম্পর্ক রাখে। 'সে আমার হৃদয়-অগ্নির তরজুমান।' ('আমার অন্তর্জ্বালা ও হৃদয়-বেদনার ব্যাখ্যাতা'।) সে আমার অনেকগুলি কিতাব এবং ওয়াযসমূহেরও অনুবাদক।

"যে-ব্যক্তি আমার কোন ওয়ায, বয়ান বা আমার কোন গ্রন্থের অনুবাদ মাওলানা আবদুল মতীনের অনূদিত ভাষায় পড়িয়াছে, সে যেন 'আমারই অন্তর্জ্বালা' 'আমারই অন্তর্নিহিত হাল-অবস্থাসমূহ' পাঠ করিয়া লইয়াছে।"

মুহাম্মদ আখতার
(আফাল্লাহু তাআলা আনহু)
১৬ মুহররম ১৪৩০ হিঃ
১৪ জানুয়ারি ২০০৯ ইং

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই-ইকবাল-২ করাচী।

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে
কিতাব ও গ্রন্থকারের পরিচয়

আল্লাহ্‌পাকের বে-শুমার হাম্‌দ্। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তাঁহার আছ্‌হাবে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হুম্ ও তামাম আওলিয়ায়ে-উম্মতের প্রতি অসংখ্য দরূদ ও ছালাম। অতঃপর বিনীত আরয এই যে, আসলে এই পৃথিবী কায়েম রহিয়াছে রব্বানী ওলামা ও আওলিয়ায়ে কেরামের বরকতে। বিশ্ব মানব-সমাজ তাঁহাদেরই ওছীলায় নেআমত খায়, রহ্‌মত ও হেদায়েত পায়, আল্লাহ্‌র মহব্বত-মা'রেফাত পায় এবং তাঁহাদেরই বরকতে আল্লাহ্‌র সহিত এক নিবিড় বন্ধনের জিন্দেগী লাভে ধন্য হয়। আল্লাহ্‌পাক সমস্ত আলেমদের প্রতি এবং সমস্ত ওলীদের প্রতি রহ্‌মতের অশেষ বারিধারা বর্ষণ করুন। দোনো জাহানে তাঁহাদিগকে অনেক অনেক ইয্‌যত-আফিয়ত ও অনেক আরাম দান করুন। আমীন।

অত্র কিতাবের ভাষ্যকার মহামান্য ও পরমপ্রিয় মোর্শেদ আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখ্‌তার ছাহেব দামাত্ বারাকাতুহূ বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গানেদ্বীনের অন্যতম।

চিশ্‌তিয়া ছাবেরিয়া তরীকার বরং চারি তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, প্রায় দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ্, হাকীমুল -উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রঃ) এর সিল্‌সিলার আমানতবাহক আরেফীন্ ও কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার শোহ্‌রত্, মাক্‌বূলিয়ত্, স্বীকৃতি ও সুখ্যাতি রহিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর অতি উচ্চস্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রঃ)-এর তিনি খাছ্ আশেক্ ও খাছ্ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহ.ন পরশ-পাথরের ছোহ্‌বতে, তাঁহার প্রেমবিদগ্ধ হৃদয়ের দোআ ও ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন। হযরত শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রঃ) বলিতেন ঃ হাকীম আখ্‌তার সর্বদা আমার সঙ্গে এইভাবে জড়াইয়া থাকে যেভাবে কোন শিশু মায়ের হাত কিংবা আচঁল ধরিয়া সর্বদা তাহার মায়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসর কাল তিনি বর্তমান ভারতের নক্শবন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্মদ ছাহেব এলাহাবাদী (রঃ)-এর ছোহ্বতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী (রঃ) বলিতেন, আখতার, বহু লোকের ছীনায় এল্ম্ ও এরফান্ থাকে,কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এল্ম ও এরফানের দৌলত থাকেনা। আল্হাম্দু লিল্লাহ, আল্লাহ্পাক তোমার ছীনাকে মা'রেফাত ও মহব্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহব্বত ও মারেফাতবর্ষী যবানও তোমাকে দান করিয়াছেন।

হযরত ফুলপুরীর এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল্-উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা, সুন্নতে-রাছূলের বে-মেছাল আশেক্, মুহীউচ্ছুন্নাহ্ ভারতের হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক্ ছাহেব দামাত্ বরাকাতুহূর হাতে বায়আত হন। অতঃপর একদা তিনি তাঁহাকে পবিত্র কা'বা শরীফ হইতে 'খেলাফত্' দান করেন। তাঁহার দোআর বরকতে আল্লাহ্পাক তাঁহার এক কালের নিশ্চল যবানকে এমনিভাবে খুলিয়া দেন যে, বিশ্বের বড় বড় বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সামনে নিজেদেরকে 'নিরেট বোবা' বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ্পাক ঐ জান্ ও যবানকে এবং দোআ-গো ঐ মহান বুযুর্গকে বিশ্ববাসীর উপর আফিয়তের সহিত দীর্ঘজীবি করুন। আমীন।

হযরত মুহীউচ্ছুন্নাহ্ বলেন, বড় বড় বুযুর্গানেদ্বীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি কিভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া জান্ কোরবান খেদমত করিয়াছেন তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা কিতাবে পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যে তাহা বাস্তবেও প্রতক্ষ করিলাম, আমাদের সম্মুখে যাহার কোন নজীর অবর্তমান।

হাকীমুল-উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা করাচীর ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব (রঃ) বলেন, আল্লাহ্পাক আমার প্রিয়পাত্র মুহ্তারাম মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে এমন এক রূহানী তাকত্ নসীব করিয়াছেন যাহা হৃদয় সমূহকে মস্ত্ ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হাকীকত ও মা'রেফাতের যে এক যওক্ ও আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা তাঁহার বুযুর্গানের ফয়েয-বরকত।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ্ (ভারত)-এর শায়খুল-হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেন ঃ আমি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবের বাল্যকালের সাথী, ছাত্রজীবনের সহপাঠী। বাল্যকাল হইতেই 'মোত্তাকী'

হিসাবে তাঁহার শোহ্‌রত ও সুপরিচিতি ছিল। ছোট্ট বেলায় যখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেন, লোকেরা গভীর আগ্রহে তাঁহার নামায দেখিতে থাকিত। এরূপ নামায আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নাই। তিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ।

উপমহাদেশের অতি উচ্চ চূড়ার মোহাদ্দেছ করাচীর হযরত মাওলানা সাইয়েদ ইউসুফ বিন্নৌরী (রঃ) একদা এক প্রসঙ্গে বলিতে লাগলেন যে, মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব ও মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ)-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

মুহীউচ্ছুন্নাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ আবরারুল হক্‌ ছাহেবের বিশিষ্ট খলীফা, বাংলাদেশের বিখ্যাত বুঁযুর্গ, অধমের মহামান্য উস্তাদ ও আজীবন মুরব্বী হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব (রঃ) (মোহাদ্দেছ যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা, ঢাকা) একদা বলিতেছিলেন ঃ হযরত হাকীম ছাহেবের ভিতর হাজী এমদাদুল্লাহ্‌ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রঃ)-এর রং ও আখলাকের প্রভাব বেশী।

হাকীমুল-ইছ্‌লাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব ছাহেব (রঃ)-এর বিশিষ্ট খলীফা, সিলেটের দরগাহ্‌ হযরত শাহ্‌জালাল মাদ্রাসার মোহ্‌তামিম হযরত মাওলানা আকবর আলী ছাহেব (দামাত্‌ বারাকাতুহুম) একদা আমাদের সম্মুখে হযরত মওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে যমানার শামসুদ্দীন তাবরেযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

বাংলার মুজাহিদে-আ'যম হযরত মাওলানা শামসুল হক্‌ ফরিদপুরী (রঃ) এর খাছ খাদেম ও মুহীউচ্ছুন্নাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ আবরারুল হক্‌ ছাহেব (দামাত্‌ বারাকাতুহুম্‌)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেব (রঃ) বলেন ঃ আরেফ্‌বিল্লাহ্‌ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখ্‌তার ছাহেব হইতেছেন 'লেছানে হাকীমুল্‌-উম্মত'(হযরত থানবীর কণ্ঠস্বর বা মুখপাত্র)।

বাংলাদেশে তাঁহার (হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখ্‌তার ছাহেবের) খলীফাদের মধ্যে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ, হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর সুদীর্ঘ ছোহ্‌বত প্রাপ্ত আলেমে-রব্বানী, ঢাকা লালবাগ মাদ্রাসার সুদীর্ঘকালের সাবেক প্রিন্সিপ্যাল হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ্‌ ছাহেব (মোহাদ্দেছ ছাহেব হুযূর) (রঃ), ঢাকার বড় কাটরা মাদ্রাসার সাবেক মোহ্‌তামেম, হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী(রঃ) এর ছোহ্‌বতপ্রাপ্ত প্রবীণ আলেম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী (চাঁনপুরী হুযূর)

(রঃ), লালবাগ মাদ্রাসার প্রবীণ মুহাদ্দেছ, হযরত থানবী ও হযরত মুফ্‌তী শফী ছাহেব (রঃ)-এর ছোহ্‌বত প্রাপ্ত বুযুর্গ হযরত মাওলানা আবদুল মজীদ ছাহেব (ঢাকার হুযূর) (রঃ), শায়খুল-হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রঃ) এর সুযোগ্য শিষ্য, পটিয়া মাদ্রাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব এবং কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম, কুমিল্লা কাসেমুল উলূম মাদ্রাসার শায়খুল-হাদীছ, উস্তাযুল্‌-আসাতেযাহ্‌ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব, বড়কাটরা মাদ্রাসার শায়খুল-হাদীছ্‌ হযরত মাওলানা মুফ্‌তী ওয়াহীদুয্‌-যামান ছাহেব, গোপালগঞ্জের গওহারডাঙ্গা মাদ্রাসার মোহাদ্দেছত্রয় হযরত মাওলানা হেলালুদ্দীন ছাহেব, মাওলানা আব্দুর রউফ ছাহেব ও মাওলানা আঃ মোক্‌তাদের ছাহেব, খুলনা দারুল উলূম মাদ্রাসার নায়েবে-মোহ্‌তামিম হযরত মাওলানা রফীকুর রহ্‌মান ছাহেব, ঢাকার মাদানী নগর মাদ্রাসার শায়খুল-হাদীছ প্রবীণ আলেম হযরত মাওলানা কুত্‌বুদ্দীন ছাহেব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব চাঁনপুরী হুযূর বলেন, আমার মোর্শেদের মধ্যে আমি হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্‌ মুহাজিরে-মক্কী (রঃ) এর সীরত্‌ ও হযরত হাকীমুল-উম্মত থানবী (রঃ) এর তরীকত্‌ ও এশ্‌কের অনলবর্ষী বয়ান ও এর্‌শাদাত্‌ পাইয়াছি।

হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ্‌ ছাহেব (রঃ) একদা বলিতেছিলেনঃ আমি ত কোথাও যাইনা। হযরত আসিলে তাঁহার সোহ্‌বতে যাই। হযরতের ছোহ্‌বত ও মোলাকাত না পাইলে খুব বেশী বে-চাইন লাগে। আর একবার বলিলেনঃ হযরতের কিতাবগুলি অতি উপকারী। কঠিন কঠিন মযমূন্‌কে (বিষয়কে) তিনি খুব সহজ করিয়া পেশ করিয়াছেন। অন্তরে খুব আছর্‌ করে এবং খুব উপকার হয়।

আমার প্রিয় মোর্শেদের লেখা এছ্‌লাহী ও এশ্‌কের আগুনভরা কিতাবাদির মধ্যে রূহ কী বীমারিয়াঁ আওর উন্‌কা এলাজ, মাআরেফে শামসে-তাবরেয, মাআরেফে মছ্‌নবী, মা'রেফাতে এলাহিয়্যাহ্‌, মল্‌ফূযাতে শাহ্‌ আবদুলগণী ফুলপুরী (রঃ), কাশ্‌কূলে মারেফাত ও দুনিয়া কী হাকীকত্‌ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বহু সংখ্যক মাওয়ায়েযের কিতাব প্রকাশিত হইয়াছে। বহু ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে। মল্‌ফূযাত ও মাওয়ায়েযের মধ্যে মাওয়াহেবে-রব্বানিয়াহ্‌ ও মাওয়ায়ে দর্‌দে-মহব্বত আশ্চর্যজনক কিতাব।

বক্ষমান এই কিতাবখানা মূলতঃ একটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান। ২১ জুমদাল-উলা ১৪১১ হিঃ মোতাবেক ১০ ডিসেম্বর ১৯৯০ইং রোজ সোমবার মাগরিবের নামাযের পর খান্‌কাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া গুলশান-এ-ইকবাল-২ করাচীতে বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) 'শরীঅত বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ মজলিসে' আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক বয়ান রাখেন।

এক শ্রেণীর নামসর্বস্ব ইসলামী চিন্তাবিদ, স্বঘোষিত মোফাচ্ছেরে -কোরআন ও আধুনিকতাবাদী লেখকের বই-পুস্তক পাঠ করিয়া বহুলোক, বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বহু মুসলমান হক্কানী ওলামা ও বুযুর্গানে-দ্বীনের প্রতি কুধারণার শিকার হইয়া তাঁহাদের ফয়েয-বরকত হইতে বঞ্চিত হইতেছে। এইভাবে ইহারা খাঁটি দ্বীন ও দ্বীনী শিক্ষা হইতেই মাহ্‌রূম থাকিতেছে।

উক্ত বয়ানের মধ্যে বিভ্রান্ত মুসলিম ভাই-বোনদের উক্ত কুধারণার ইহ-পরকালীন ক্ষতিসমূহ তুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং কোরআন-হাদীছ ও বুযুর্গানে-দ্বীনের হেদায়াতের আলোকে বাতিলপন্থীদের বিভ্রান্তিকর অভিযোগসমূহ খন্ডণ করা হইয়াছে।

ফলতঃ এই কিতাব পাঠ করিলে ইন্‌শাআল্লাহ্ এহেন ধ্বংসাত্মক মন-মানসিকতা হইতে মুক্তি পাইয়া অন্তরে হক্কানী ওলামা ও বুযুর্গানেদ্বীনের প্রতি অনুরাগ, সুধারণা ও ভক্তি-শ্রদ্ধা পয়দা হইবে।

হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশ্‌রাফ আলী থানবী (রঃ) বলেন যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গানে-দ্বীনের প্রতি আস্থা ও সুধারণা অটুট না থাকিলে ঐ ব্যক্তির দ্বীন-ঈমান সুরক্ষিত থাকিতে পারে না।

মূল্যবান এ বয়ানটি পরে কিতাব আকারে প্রকাশিত হয়। এখানে উহারই ভাবসম্প্রসারণ মূলক সরল বঙ্গানুবাদ পেশ করা হইতেছে।

আল্লাহ্‌পাক মূলের মত উহার তর্‌জমাখানাও কবুল করুন। গ্রন্থকার, মোতার্‌জেম, সহযোগিতাকারী ও পাঠক সকলকে এবং আমাদের সকলের আওলাদ-পরিজন, খান্দান্ ও সমস্ত আহ্‌বাবকে কুধারণা সহ সকল আত্মিক ব্যাধি হইতে মুক্ত করিয়া দোনো জাহানে কামিয়াব করুন। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল মতীন বিন-হুসাইন
রবীউস্‌সানী ১৪২১ হিঃ
জুলাই ২০০০ ইং

কুধারণা ও প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

اَمَّا بَعْدُ : فَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ (بخاری ج٢ ص٨٩٦)

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ : ظُنُّوْا بِالْمُؤْمِنِ خَيْرًا

(تفسير كبير ج ١٤ صـ ١٣٤)

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং ইহাই চূড়ান্ত সত্য। আর শান্তি বর্ষিত হউক তাহার ঐ সকল বান্দাগণের প্রতি যাঁহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে মনোনীত করিয়াছেন। অতঃপর আরয এই যে, আমাদের প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ সাবধান, তোমরা কুধারণা হইতে বাঁচিয়া থাক। কারণ, কুধারণা হইল জঘন্যতম মিথ্যা। (বোখারী শরীফ ২য় খণ্ড, ৮৯৬ পৃঃ)

তিনি আরও ফরমাইয়াছেন ঃ মো'মেনের প্রতি সু-ধারণা রাখ। (তাফসীরে কাবীর, ১৪ খণ্ড, ১৩৪ পৃঃ)

কুধারণার পক্ষে নিরানব্বইটি প্রমাণ সত্ত্বেও ঃ

এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম যে, বিশ্ব নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সু-ধারণা রাখার নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। রব্বানী আলেমগণ এই হাদীছের ব্যাখায় বলেন যে, কাহারও কোন বিষয় সম্পর্কে যদি কুধারণার অনুকূলে নিরানব্বইটি প্রমাণ থাকে, আর একটিমাত্র পথ থাকে সু-ধারণা পোষণের পক্ষে, তবে তুমি সু-ধারণা পোষণের রাস্তা অবলম্বন কর। ইহাই তোমার জন্য নিরাপদ রাস্তা।

কুধারণাকারী মহা বিচারপতির আদালতের আসামী ঃ

আমার প্রথম মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহ্ঃ) বলেন ঃ ইহার কারণ এই যে, কুধারণার ফলে কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ্পাক তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দাঁড় করিবেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি যে আমার এই বান্দার প্রতি কুধারণা করিয়াছিলে, বল, তোমার সেই কুধারণার পক্ষে তোমার নিকট কি কি দলিল আছে ? অথচ, কাহারও প্রতি সু-ধারণা করিলে বিনা দলিলে আল্লাহ্পাক তাহাকে পুরস্কার দান করিবেন। সু-ধারণার জন্য দলিল-প্রমাণ ছাড়াই ছাওয়াব প্রদান করা হইবে। কারণ, স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হুকুম ফরমাইয়াছেন যে, তোমরা প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি সু-ধারণা পোষণ কর। (যে ব্যক্তি প্রিয় নবীর হুকুম পালন করিবে, নিঃসন্দেহে সে পুরস্কারযোগ্য ও প্রশংসার পাত্র বিবেচিত হইবে।)

অতএব, কুধারণা করিয়া নিজেকে নিজে কিয়ামত দিবসের মহা বিচারপতির আদালতের আসামী করা এবং কঠিন বিপদের সম্মুখীন করা সম্পূর্ণ বেওকুফী, নাদানী ও আহাম্মকী। হযরত ফুলপুরী হাসিয়া বলিতেন, নিরেট আহাম্মক ঐ ব্যক্তি যে মোফ্তের ছাওয়াব গ্রহণের পরিবর্তে নিজেই নিজের উপর মোকদ্দমার পর মোকদ্দমার ব্যবস্থা সম্পন্ন করিতেছে এবং বিপদ আর বিপদ প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। অতএব, হে লোক সকল, অন্যের প্রতি সু-ধারণা করিয়া মোফ্তে ছাওয়াব অর্জন কর এবং কুধারণা করিয়া নিজের জান্‌কে প্রমাণাদি পেশের মোকদ্দমায় ফাঁসাইওনা।

বুযুর্গদের প্রতি কুধারণার কারণ ঃ দুইটি বস্তুর অভাব ঃ

হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রহ্ঃ) বলেন যে, দ্বীনের খাদেমদের প্রতি কুধারণা বা অভিযোগের কারণ হয় দুইটি বিষয় ঃ এল্‌মের কমি এবং মহব্বতের কমি। অর্থাৎ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোকেরাই অভিযোগ করিয়া থাকে। হয় তাহার মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি মহব্বতের ত্রুটি আছে, যাহার ফলে তাহার মধ্যে দোষ খুঁজিয়া বাহির করার চেষ্টা করিতে থাকে। অথবা সে দ্বীন-শরীঅত সম্বন্ধে খুবই অজ্ঞ। যেহেতু কোরআন, হাদীছ, ফেকাহ্ শাস্ত্রের নীতিমালা ও বিধানাবলী তাহার সম্মুখে থাকে না, তাই সে অজ্ঞতা বশতঃ কুধারণা করিয়া বসে, তাহার মনের মধ্যে কোন অভিযোগ সৃষ্টি হয়। হযরত থানবী একারণেই বলিতেন যে, দুই শ্রেণীর লোকেরাই আমার খানকায় আসিয়া উপকৃত হইবে ; হয়

শরীঅতের বিধানাবলী সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া চাই, যাহাতে সে আমার প্রতিটি কাজকে শরীঅতের আলোকে বুঝিতে পারে যে, এক্ষেত্রে ফেকাহ্ শাস্ত্রের অমুক বিধান প্রযোজ্য, এ বিষয়টি অমুক বিধান দ্বারা সমর্থিত। অথবা তাহাকে (আমার প্রতি) অত্যন্ত আশেক (খুব আসক্ত ও অনুরাগী) হওয়া চাই। কারণ, আশেকের নজরে মাহ্বূবের (প্রিয়জনের) প্রতিটি বিষয়, প্রতিটি আচরণই ভাল লাগে। আর যদি কাহারও এই অবস্থা হয় যে, না তাহার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় মহব্বত আছে, না শরীঅতের বিধানাবলী সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান আছে, তবে এ ধরনের লোকেরা (বুযুর্গানে-দ্বীনের প্রতি কুধারণা ও কু-মনোভাবের ফলে) মাহ্রূমই থাকিয়া যায়। মোটকথা, এই দুইটি বস্তুই দ্বীনের খাদেমদের প্রতি কুধারণা, আপত্তি-অভিযোগ এবং তাঁহাদের বরকত হইতে বঞ্চিত থাকার কারণ হয় ঃ মহব্বতের কমি অথবা এলেমের কমি।

কুধারণার বিষফলে মোজাদ্দেদের ফয়েয হইতে বঞ্চিত ঃ

দেখুন, থানাভবনের মত একটি কস্বা যেখানে যমানার মোজাদ্দেদ বর্তমান ছিলেন এবং যেখানে দূর-দূর হইতে বড় বড় আলেম-ওলামা ও বুযুর্গদের সমাগম হইতেছিল, সেখানকার নিকটবর্তী লোকজন অর্থাৎ ঐ এলাকারই কিছু লোক তিরস্কার করিয়া বেড়াইত আর বলিত, এই লোকগুলির কি হইয়াছে যে, ইহারা কলিকাতা হইতে, মাদ্রাজ হইতে, বোম্বাই, আযমগড় ও জৌনপুর হইতে (এবং সমগ্র ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে) এখানে ছুটিয়া আসিতেছে ? কি নির্বোধ এই লোকগুলি ? আমরা তো এই বড় মিয়ার মধ্যে এমন বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইনা। ফলে, দূর-দূর হইতে আগমনকারী লোকেরা কামিয়াব হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহারা নিকটে ছিল, কিন্তু কদর করে নাই, তাহারা মাহ্রূম (বঞ্চিত) হইয়া গিয়াছে।

নির্বোধ লোকজন কর্তৃক হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কীর প্রতি অভিযোগ ঃ

এক ব্যক্তি হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব মোহাজেরে-মক্কী (রহঃ)-কে বলিল, হাজী ছাহেব, আপনি তো কোন বড় আলেম নন, অথচ এত বড় বড় আলেম, যেমন মাওলানা রশীদ আহ্মদ গঙ্গূহীর মত আলেম, মাওলানা কাসেম নানূতবীর মত

আলেম, হাকীমুল-উম্মত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবীর মত আলেম, এত বড় বড় আলেমদের কি হইল যে, ইহারা আপনার হাতে মুরীদ হইয়া গিয়াছে ? কিভাবে ইহারা আপনার হাতে বায়আত হইল, সেই কথা ভাবিয়া আমার খুবই মনোঃকষ্ট হয় এবং খুবই আশ্চর্য বোধ হয়।

এখন হযরত হাজী ছাহেবের জওয়াব শুনুন। তিনি বলিলেন, (ভাই,) আপনি যতটা আশ্চর্য বোধ করিতেছেন, তার চাইতে অনেক বেশী আশ্চর্য বোধ করিতেছি খোদ আমি যে, সত্যি এই সকল আলেম এবং আলেমও এত বড় বড় আলেম যে, এক-একজন এলেমের জাহাজ, বুঝিনা কেন ইহারা আমার হাতে বায়আত হইয়া গেলেন ?

হযরত হাজী ছাহেব (রঃ)-এর প্রতি হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী (রঃ)-এর ভক্তি ঃ

বস্তুতঃ ইহা ছিল হযরত হাজী ছাহেব (রহ্ঃ)-এর চরম বিনয়। কিন্তু এই কুধারণাকারী ও অভিযোগকারী লোকটি কোন চরম হতভাগ্য লোক ছিল বটে। ইহার বিপরীতে উল্লেখিত বুযুর্গদের মধ্যে হযরত হাজী ছাহেবের প্রতি কি সীমাহীন আদব ও ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল। একবার হযরত হাজী ছাহেব (রহ্ঃ) একটি কিতাব লিখিলেন এবং হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবীকে দিলেন, ভুল-চুক সংশোধন করিয়া দেওয়ার জন্য। ঐ পাণ্ডুলিপির মধ্যে একটিমাত্র স্থানে একটা শাব্দিক ভুল ছিল। হযরত নানূতবী সেখানে এই কথা লেখেন নাই যে, হযরত, এখানে আপনার একটি ভুল হইয়া গিয়াছে। বরং তিনি ঐ শব্দটির চারিদিকে বৃত্ত আঁকিয়া উহার পাশে এতটুকু লিখিয়াছেন যে, হযরত, এই শব্দটি আমার বুঝে আসিতেছে না। ছুবহানাল্লাহ্, কী আদব ছিল উহাদের মধ্যে যে, 'ত্রুটি' কথাটিকে শায়খের নামের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারেন নাই ; বরং সেই ত্রুটিকে নিজের প্রতি যোগ করিয়াছেন। (ইহা বলেন নাই যে, আপনার ত্রুটি হইয়াছে বরং নিজের বুঝের ত্রুটি ব্যক্ত করিয়াছেন।) (সত্যি, বড়দের প্রতি আদব-এহ্‌তেরাম অনেক বেশী দামী ও জরুরী জিনিস।) তাইতো মাওলানা রূমী (রহ্ঃ) বলেন--

اے خدا جوئیم توفیق ادب

بے ادب محروم ماند از فضل رب

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্, আপনার নিকট আমরা আদবের তওফীক প্রার্থনা করি। কারণ, বেয়াদব লোক আল্লাহ্‌র রহমত হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

বেয়াদবদের সংসর্গ ও বই-পুস্তক হইতে দূরে থাকা জরুরী ঃ

অতএব, বেয়াদবদের সংসর্গ হইতেও দূরে থাকা চাই। কোন লোক চাই সে যত বুদ্ধিমানই হউক না কেন, কিছুদিন যদি সে কোন বেয়াদবের সাথে উঠা-বসা করে, তবে বেয়াদবীর বিষাক্ত ব্যাধি তাহার মধ্যেও পয়দা হইয়া যাইবে। অতএব, যে সম্প্রদায় বা যেই শ্রেণী আমাদের পূর্বসুরী বুযুর্গানেদ্বীনের প্রতি অভিযোগ বা দোষারোপ করিয়াছে, এহেন লোকদের বই-পুস্তক হইতে, তাহাদের সাহচর্য হইতে দূরে থাকা জরুরী। অন্যথা, বেয়াদবীর ঐ বিষাক্ত ব্যাধি তাহার মধ্যেও প্রবেশ করিবে। অথচ, দ্বীনের এই রাস্তা, আল্লাহ্র মহব্বতের এই রাস্তা বুযুর্গানে-দ্বীনের প্রতি আস্থা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং চলিতে থাকিবে।

শায়েখ মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবী (রঃ)-এর সহিত শয়তানের সওয়াল-জওয়াব ঃ

শায়েখ মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবী (রঃ) শ্রেষ্ঠ আওলিয়া ও বহু উচ্চ স্তরের আলেমদের একজন। একবার শয়তান তাহাকে বলিল, মাওলানা সাহেব, আমার কি ক্ষমা হইবে না ? তিনি বলিলেন, তোমার ক্ষমা হইবে কিভাবে ? তুমি তো জাহান্নামী এবং চির মর্দূদ। শয়তান বলিল, আচ্ছা, আমি যদি কোরআন শরীফের দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিতে পারি যে, আমারও ক্ষমা হইয়া যাইবে, তা হইলে ? তিনি বলিলেন, আচ্ছা, পড় দেখি, কোন্ আয়াত দ্বারা তোর ক্ষমাপ্রাপ্তি প্রমাণ হইতেছে ? শয়তান বলিল, আল্লাহ্পাক সূরায়ে আ'রাফের মধ্যে বলিয়াছেন–

وَسِعَتْ رَحْمَتِیْ كُلَّ شَیْءٍ

অর্থ ঃ "আমার রহমত প্রতিটি বস্তুর উপর প্রসারিত, পরিব্যাপ্ত।" (অন্য কথায়, আল্লাহ্র রহ্মত প্রতিটি বস্তুকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।)

তাহা হইলে আমি কি কোন 'বস্তু' নই ? যদিও আমি অতি হীন বস্তু, তবুও একটি বস্তু তো অবশ্যই ? অতএব, আল্লাহ্র রহমত আমার উপরও প্রসারিত হইবে। ফলে আমাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

উত্তরে শায়েখ ইবনুল-আরাবী (রহ্ঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে তুই জাহান্নামী। কিন্তু আমি তোর সহিত কোন বহছ্ করিব না, কোন যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হইব না। উপরন্তু, স্বীয় মুরীদগণকে হুকুম করিলেন যে, খবরদার, কখনও তোমরা শয়তানের সহিত বহছ্ করিও না। কারণ, শয়তানের সহিত বহছ্ (বা যুক্তি-তর্ক) যদি উপকারী হইত, তবে আল্লাহ্পাক আমাদিগকে আউযুবিল্লাহি মিনাশ্শাইতানির রাজীম (আমি আল্লাহ্র আশ্রয় চাহিতেছি মরদূদ শয়তান হইতে) পাঠ করার আদেশ করিতেন না। তৎপরিবর্তে বরং এই আদেশ করিতেন যে, শয়তান যখন তোমাদিগকে অছ্অছা দেয় (কোন খারাপ কাজের দিকে প্ররোচিত করে) তখন তোমরা উহাকে ধরিয়া আচ্ছা-মত আছ্ড়াইয়া দিও। অর্থাৎ তোমরাও যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা তর্ক-বহছ্ করিয়া তাহার অছ্অছার জওয়াব দিও। কিন্তু আল্লাহ্পাক বলেন, তোমরা শুধু আউযু বিল্লাহ্ পড়িয়া আমার আশ্রয় প্রার্থনা করিও যে, আয় আল্লাহ্, মরদূদ শয়তান হইতে আমাদিগকে পানাহ্ দান করুন।

শয়তানের প্ররোচনা হইতে রক্ষার পন্থা কুকুর দমনের অনুরূপ ঃ

মোল্লা আলী ক্বারী (রহ্ঃ) মেরকাত শর্হে-মেশকাত নামক কিতাবে এ বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে, শয়তান হইল ঐ কুকুরের মত যাহা বড়লোকদের বাংলার সামনে দাঁড়াইয়া থাকে। দুনিয়াতে যত বড়লোক আছে, তাহাদের কুকুরও বড় হইয়া থাকে। ফরেন কান্ট্রি হইতে ব্যাঘ্র বংশীয় কুকুর আমদানী করে। যদিও কর্ণারের বাসায় থাকে, কিন্তু তাহার কুকুর হইতে হয় ফরেনার। ঐ কুকুর যখন কাহাকেও তাহার মালিকের বাংলার দিকে অগ্রসর হইতে দেখে, তখন ঘেউ ঘেউ শুরু করিয়া দেয়। এবং এত জোরে ঘেউ ঘেউ করে যে, যাহারা কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগে ভুগিতেছে, তাহাদের আর কোষ্ঠ নরম করার ট্যাবলেটের দরকার পড়ে না। কুকুরের সেই ঘেউ ঘেউ শুনিয়াই কোষ্ঠাকাঠিন্য দূর হইয়া যায়। পায়খানা বিলকুল নরম হইয়া যায়। আগন্তুক ঘন্টি বাজায় এবং ঘরের মালিককে বলে, জনাব, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছি, কিন্তু আপনার কুকুর আমাকে খুবই পেরেশান করিতেছে, আপনার সহিত সাক্ষাতে বিঘ্ন ঘটাইতেছে। তাই আপনি আপনার কুকুরকে চুপ্ করাইয়া দিন। অতঃপর কুকুরের মালিক কোন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করে যাহা শুনিয়া কুকুরটি লেজ নাড়িতে নাড়িতে বসিয়া নীরব হইয়া পড়ে।

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মোহাদ্দেছ হযরত মোল্লা আলী ক্বারী (রহ্ঃ) বলেন, ইবলীছ হইল আল্লাহ্‌র কুকুর। তাহাকে গেট-আউট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্‌পাকের দরবার হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মহিমাময় ঐ দরবার হইতে সে মরদূদ ও বিতাড়িত। দুনিয়ার বড়লোকেরা যখন বড় বড় কুকুর পালে, তবে আল্লাহ্‌পাক তো সবচেয়ে বড়, তাই তাহার কুকুরও তদ্রুপ বড়। এই কুকুর যখন তোমাকে খারাপ কাজের অছ্‌অছা দেয়, তুমি যদি উহার সহিত লড়াই করিতে যাও এবং উহাকে চুপ করাইতে চাও, তবে সে আরও বেশী ঘেউ ঘেউ করিতে শুরু করিবে। যেভাবে সাধারণ কুকুরদিগকে যদি থামাইতে চেষ্টা করা হয়, ধমক লাগানো হয়, তবে উহারা আরও বেশী ঘেউ ঘেউ করিতে থাকে। শয়তান হইল আল্লাহ্‌র কুকুর। কেহই তাহাকে নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারিবে না যতক্ষণ না সে আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌-শাইত্বানির রাজীম পাঠ করিবে। অতএব, তুমি আল্লাহ্‌পাকের নিকট বল। তাহা হইলে আল্লাহ্‌পাক তাহার উপর আদেশ জারী করিবেন। ফলে সে তোমার উপর বল খাটাইতে পারিবে না। তোমাকে কাবু করিতে পারিবে না। এ জন্যই আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং তাহার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। শয়তানের সহিত লড়াই করিতে (তর্ক যুদ্ধ করিতে) আদেশ করেন নাই।

হযরত মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবীর প্রতি হযরত থানবীর আদব ও ভক্তি ঃ

যাহা হউক, আমি আরয করিতেছিলাম যে, হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ্ঃ) বলেন, শায়েখ মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবী (রহ্ঃ) যেকোন বিশেষ হেক্‌মতের খাতিরে ঐ সময় শয়তানের যুক্তির উত্তর দেন নাই। সম্ভবতঃ তখন তিনি মুরীদদিগকে আদব শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাদের তর্‌বিয়তের (আত্মগঠনের) জন্য তাহাই তখন প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু হযরত থানবী বলেন, হযরত মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবী (রহ্ঃ)-এর বরকতে শয়তানের সেই যুক্তি খণ্ডনকারী উত্তর আমার বুঝে আসিয়া গিয়াছে। দেখুন, হযরত থানবী নিজের 'যোগ্যতা' দাবী করেন নাই বরং কিরূপ বিনয়ের সহিত বলিয়াছেন যে, খোদ ইবনুল-আরাবী (রহঃ)-এর বরকতে অন্তরের মধ্যে এই জওয়াব নসীব হইয়াছে। বুযুর্গদের হাতে তরবিয়ত পায় নাই এমন কোন কাঠমোল্লা যদি হইত, তবে ত সে ইহাই বলিত যে, দেখ, শায়েখ মুহীউদ্দীন ইবনুল-আরাবী যেই প্রশ্নের উত্তর দিতে

পারেন নাই, আমার যোগ্যতা-বলে আমি উহার উত্তর দিতে সক্ষম। ইহা আমাদের বুযুর্গদের সুমহান চরিত্র যে, নিজেকে তাঁহারা এইভাবে মিটাইয়া দিয়াছেন। কিরূপ ছোট ও অবনত হইয়া থাকিয়াছেন।

হাকীমুল- উম্মত হযরত থানবী কর্তৃক শয়তানের সেই প্রশ্নের উত্তর ঃ

তিনি বলেন, আল্লাহ্পাক শায়েখ ইবনুল-আরাবীর বরকতে আমার অন্তরে ইহার উত্তর ঢালিয়া দিয়াছেন এবং তাহা এই যে, হাঁ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্পাকের রহ্মত শয়তানের উপরও প্রসারিত রহিয়াছে। কিন্তু কিভাবে ? উহাকে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝুন। কোন লোক যদি কাহাকে একশত জুতা মারার ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও মাত্র আটানব্বইটি জুতা মারে, বাকী দুইবার না মারে, তবে ইহা কি তাহার দয়া ও মেহেরবানী নয় ? হাকীমুল-উম্মত বলেন, আল্লাহ্পাক জাহান্নামের মধ্যে শয়তানকে যেই পরিমাণ শাস্তি দিবেন, তদপেক্ষা বেশী শাস্তি দেওয়ার তিনি ক্ষমতা রাখেন কি না ? ইহা নিঃসন্দেহ যে, নিশ্চয়ই রাখেন। কারণ, তাঁহার ক্ষমতা ও শক্তি সীমাহীন, কূল-কিনারাহীন। অতএব, তিনি শয়তানকে যেই পরিমাণ শাস্তি দিবেন, তদপেক্ষা বেশি শাস্তি দানের ক্ষমতা তিনি রাখেন। আল্লাহ্পাক যদি শয়তানের উপর তাহার সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে তাহার উপর আরও বেশী আযাব হইত। অতএব, যেই পরিমাণ আযাব দেওয়ার ক্ষমতা আছে সেই পরিমাণ আযাব না দেওয়াও রহমত। এভাবে আল্লাহ্র রহমত শয়তানের উপরও প্রসারিত রহিয়াছে। ছুব্হানাল্লাহ্, কী এলেম আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের !

أُولَٰئِكَ آبَائِي فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ

ইঁহারা আমাদের পূর্বসূরী। কেহ তাঁহাদের দৃষ্টান্ত পেশ করিয়া তো দেখাও ?

দুর্ঘটনার শিকার হইয়া কালেমা ছাড়া মৃত্যু বরণ করিলেও কি সে মুসলমান ঃ

এক ব্যক্তি হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীকে প্রশ্ন করিল যে, একজন মুসলমান কোথাও যাইতেছিল। রাস্তার মধ্যে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার শিকার হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। লোকটি কি কালেমার উপর মৃত্যু বরণ করিল ? হাকীমুল-উম্মতের জওয়াব শুনুন। তিনি বলিলেন, আচ্ছা, এতক্ষণ যে আপনারা আমার মজলিসে আছেন এবং আমার কথা শুনিতেছেন, এই সময় কি আপনারা

এখানে কালেমা পাঠ করিতেছেন, নাকি আমার কথা শোনার মধ্যেই লিপ্ত আছেন? সকলে বলিলেন, জ্বী না, আমরা সবাই তো আপনার কথাই শুনিতেছি। কেহই কালেমা পাঠ করিতেছি না। তিনি বলিলেন, বলুন, এই মুহূর্তে আপনারা মুসলমান কি না? সকলে বলিলেন, জ্বী, অবশ্যই আমরা মুসলমান। তিনি বলিলেন, অনুরূপভাবে যে মুসলমান ভাই দুর্ঘটনা কবলিত হইয়া হঠাৎ মৃত্যু বরণ করিয়াছেন এবং সেজন্য কালেমা পড়িতে পারেন নাই, তিনি মুসলমান-রূপেই মৃত্যু বরণ করিয়াছেন যদি তাহার মুখ হইতে ইসলামের বিপরীত কোন কথা বাহির না হইয়া থাকে। তবে হাঁ, যদি সে ইসলামের বিপরীত কোন কথা বলিয়া থাকে, যেমন সে রাস্তায় চলিবার সময় হঠাৎ বলিয়া বসিল যে, সে আল্লাহ্‌কে মানে না, আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করে না। নাঊযু বিল্লাহ্। অতঃপর সে দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া বা হার্টফেল করিয়া মৃত্যু বরণ করিল, তবে তো সে কাফের হইয়াই মরিল। কিন্তু ঈমান ও ইসলামের বিপরীত কোন কথা যদি তাহার মুখ হইতে বাহির না হইয়া থাকে তাহা হইলে সে ইসলামের উপরই মৃত্যু বরণ করিয়াছে।

অন্তরে কুফরী অছঅছা আসিলেও কি সে মুসলমান ঃ

এক ব্যক্তি হযরত হাকীমুল-উম্মতকে লিখিল যে, আমার অন্তরের মধ্যে বিভিন্ন রকমের কুফরী অছ্অছা আসে। এমন এমন অছ্অছা (বাজে খেয়াল) আসে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। যেমন, কখনও খেয়াল হয় যে, আমি হিন্দু হইয়া যাই। কখনও মনে চায়, আমি ইহুদী হইয়া যাই বা খৃষ্টান হইয়া যাই। এভাবে বিভিন্ন ধরনের আশ্চর্যকর কুফরী খেয়াল সমূহ আসিতে থাকে যাহার ফলে আমার তো নিজের ঈমান সম্পর্কেই খট্‌কা লাগিতেছে (যে, এই অবস্থায় আমি মুসলামন আছি কি না?) হযরত হাকীমুল-উম্মত তাহাকে ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন যে, আপনার অন্তরে যখন এ ধরনের কুফরী খেয়াল আসে, তখন অন্তরের মধ্যে খুশী লাগে, নাকি কষ্ট অনুভব হয়? উত্তরে সে লিখিল, হযরত, ইহাতে আমার অন্তরে খুবই কষ্ট অনুভব হয়। হযরত বলিলেন, তবে তো আপনি পাক্কা মুসলমান। এ সকল অছ্অছা বা বাজে খেয়াল আসার দরুণ অন্তরের মধ্যে কষ্ট হওয়া, দুঃখ পাওয়া, ব্যথা লাগা, ইহা আপনার ভিতরের ঈমানের সাক্ষী। কারণ, দুনিয়ার কোন কাফেরের মনে স্বীয় কুফরীর জন্য কখনও কোনরূপ কষ্ট অনুভব হয় না, কোন আফসোস্ হয় না। যদি আফসোস হইত, তবে নিজের কুফরীর উপর অটল থাকিতে পারিত না। বরং

নিশ্চয়ই সে কুফরের ফলে অনুতপ্ত হইয়া তাহা বর্জন করিয়া দিত এবং ইসলাম কবূল করিত। তাই, কোন কাফেরের অন্তরে স্বীয় কুফরের দরুণ বালু-বরাবরও কোন কষ্ট অনুভব হয় না। অতএব, ইহা নিঃসন্দেহ যে, আপনি একজন মুসলমান এবং এ সকল অছ্অছা বা অনিচ্ছাকৃত ভাবে আগত কুফরী খেয়াল সমূহের কারণে আপনার ঈমানের কোনই ক্ষতি হয় নাই। বরং ইহার ফলে আপনার মর্তবা বুলন্দ হইতেছে। মুসলমান হিসাবে আপনার মর্যাদা আরও বাড়িয়া যাইতেছে। আমাদের দায়িত্ব শুধু এতটুকু যে, আমরা খারাপ অছ্অছাকে খারাপ জানিব। অন্তরের মধ্যে (অনিচ্ছাকৃত ভাবে) কোন অছ্অছা আসাতে কোন দোষ নাই। হাঁ, (ইচ্ছাকৃতভাবে) আনিলে তা দোষ। উহার দৃষ্টান্ত এরূপ যে, মনে করুন, কোন রাজপুত্র সুপ্রশস্ত এক রাজপথ দিয়া কোথাও যাইতেছে। তাহার গন্তব্যস্থল হায়দারাবাদ। একই রাজপথে তাহার পাশাপাশি গাধার গাড়িও যাইতেছে। ঘেউ ঘেউ করিতে করিতে একটি কুকুরও যাইতেছে। বলুন, ঐ রাজপুত্রের পাশাপাশি এই গাধা ও কুকুর থাকার দরুণ তাহার সফরের কি কোনও ক্ষতি হইবে ? অর্থাৎ তাহার গন্তব্যে পৌছার ব্যাপারে এই গাধা বা কুকুর কি আদৌ কোন অন্তরায় ?

অছ্অছাকে আল্লাহ্র মা'রেফতে পরিণত করার পদ্ধতি ঃ

অতএব, সুপার হাইওয়েতে (Super High Way) (রাজপথে) যদি রাজা ও রাজপুত্রের সাথে কুকুর, মেথর এবং সুইপারও চলিতে পারে, তবে মনে রাখিবেন, মোমেনের অন্তরও একটি রাজপথ যাহা স্বয়ং আল্লাহ্পাকের দিকে যাইতেছে। উহার মধ্যে যদি কিছু অছ্অছা (খারাপ খেয়াল) আসে, তবে ইহা কোনও চিন্তার বিষয় নয়। বরং আপনি ঐ অছ্অছা সমূহকে আল্লাহ্র মা'রেফাতের (আল্লাহ্র গুণাবলী চিনিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার) মাধ্যম বানাইয়া নিন। যেমন হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী (রহঃ) বলেন যে, অন্তরের মধ্যে যখন নানাহ অছ্অছা ও বাজে খেয়ালের ভিড় হয় তখন বল, আয় আল্লাহ্ আপনার কী শান্, কী মহিমা যে, দেড় ছটাক ওজনের একটি ক্ষুদ্র অন্তরের মধ্যে আপনি নানাহ খেয়ালের এক সাগর ভরিয়া দিয়াছেন। কেমাড়ীর সাগর, বঙ্গোপসাগর, ক্লিফটন এবং কাশ্মীরের পাহাড়-পর্বতও ইহার মধ্যে ঢুকিয়া আছে। মোট কথা, সারাটা পৃথিবীই তো অতি ক্ষুদ্রকায় এই অন্তরের মধ্যে সামাই হইয়া আছে। এভাবে ছোট্ট এই বস্তুটির মধ্যে অসংখ্য

খেয়ালের এক সাগর প্রবাহিত হইতেছে। বস, শয়তান আল্লাহ্ হইতে দূরে সরানোর উদ্দেশ্যে অন্তরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার অছ্অছা ও কল্পনা-জল্পনার যে তুফান জমাইয়া তুলিয়াছিল, বুযুর্গদের উক্ত তা'লীমের উপর আমল করিয়া ইহার বরকতে সেই কল্পনা-জল্পনাকে আল্লাহ্পাকের মা'রেফাত ও নৈকট্যের মাধ্যম বানাইয়া নিল। ফলে, ইহা দেখিয়া শয়তান দুঃখের সহিত হাত কচলাইতে থাকে এবং আফসোস্ করিতে করিতে ভাগিয়া যায় যে, হায়, সে তো আমার কূটবুদ্ধির অছ্অছা সমূহকেও আল্লাহ্র মারেফাতে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। মনে হয় সে এমনই খোদাপ্রেমিক যে, শোক-দুঃখ হউক কিংবা অন্য কোন সমস্যা, সবকিছুকে সে আল্লাহ্কে পাওয়ার হাতিয়ার বানাইয়া ছাড়ে। সর্ব অবস্থায়ই সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কাজ উদ্ধার করিয়া লইতে জানে।

آلام روزگـــار کــو آســـــان بنـا دیا

جو غـم ملا اسے غم جانـاں بنـادیـا

অর্থ ঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির নেশা দুনিয়ার সকল ঘাত-প্রতিঘাতকে আমার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছে। যে কোন দুঃখ-বেদনা আসিয়াছে, উহাকে মাওলার বেদনায় রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে।

মোটকথা, এভাবে সকল অছ্অছাকে (ওয়াছ্ওয়াছাকে) আল্লাহ্র মা'রেফাত ও নৈকট্য লাভের হাতিয়ারে পরিণত করিয়া নিন।

উল্লেখ্য যে, এ বিষয়টি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন--

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ وَسَاوِسَ قَلْبِىْ خَشْيَتَكَ وَذِكْرَكَ

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্, আমার অন্তরের অছ্অছা ও বাজে কল্পনা সমূহকে আপনার ভয় ও আপনার যিকিরে পরিণত করিয়া দিন।

ইহা ব্যতীত আরও একটি হাদীছের দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ হয়। হাদীসটি মেশকাত শরীফে বর্ণিত আছে। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন-- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ اَمْرَهٗ اِلَى الْوَسْوَسَةِ

অর্থ ঃ শোকর আল্লাহ্ পাকের, যিনি শয়তানের ধোকা ও চক্রান্তকে অছঅছা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

শয়তান শুধু প্ররোচনা দিতে পারে কিন্তু পাপে লিপ্ত করার ক্ষমতা তাহার নাই ঃ

অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা অধিক শক্তি আল্লাহ্‌পাক তাহাকে দেন নাই। অন্যথায়, মনে করুন, আমরা যাহারা এখানে বসিয়া আছি এবং দ্বীনের কথা শুনিতেছি, যদি শয়তানকে আরও অধিক ক্ষমতা দেওয়া হইত এবং এখানে আসিয়া সে আমাদের এক-একজনকে তুলিয়া নিয়া সিনেমা হলের মধ্যে বসাইয়া দিত, তবে তো আমরা কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়িয়া যাইতাম। লোকে বলিত, ভাই, আমরা গিয়াছিলাম খান্‌কায়, আল্লাহ্‌র কথা, দ্বীনের কথা শোনার জন্য। কিন্তু শয়তানের এক বাহিনী আসিয়া সকলকে তুলিয়া নিয়া ভিসিআর এবং সিনেমা হলের মধ্যে বসাইয়া দিয়াছে। শয়তানকে যদি এই পরিমাণ ক্ষমতা প্রদান করা হইত, বলুন, তাহা হইলে আজ আমরা কি কঠিন বিপদের সম্মুখীন থাকিতাম। (তাই, শয়তানের কাজ শুধু এতটুকু যে, সে খারাপ কাজের কথা স্মরণ করাইতে পারে, মনের মধ্যে খারাপ চিন্তা, খারাপ কল্পনা আনিয়া খারাপ কাজের দিকে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করিতে পারে, যাহাকে অছ্‌অছা বলে। কিন্তু খারাপ কাজে লিপ্ত করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা তাহার নাই।) হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদিগকে ফরমাইতেছেন যে, এজন্য তোমরা আল্লাহ্‌পাকের শোকর আদায় কর এবং বল, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ اَمْرَهٗ اِلَى الْوَسْوَسَةِ (অর্থ ঃ শোকর আল্লাহ্ তাআলার যিনি শয়তানের ধোকা ও চক্রান্তকে অছ্‌অছার গণ্ডি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, ইহার চাইতে বেশী ক্ষমতা উহাকে দেন নাই।

এই দোআটি হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর মোবারক যবানের দোআ। যদি আরবীতেই মুখস্থ থাকে তবে তো সুবহানাল্লাহ্। নতুবা নিজের ভাষাতেই বলিয়া নিন যে, শোকর আল্লাহ্‌পাকের যিনি শয়তানের ধোকা ও ক্ষমতাকে শুধু অছ্‌অছা ও প্ররোচনা দান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আমাদিগকে এইক্ষেত্রে শোকরের শিক্ষা দিয়াছেন। আর শোকরের দ্বারা আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য লাভ হয়। অতএব, এভাবে অছ্‌অছাকে তিনি আল্লাহ্‌র মা'রেফাত ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম বানাইয়া দিয়াছেন।

পাপের হাজার অছ্অছা, হাজার আগ্রহ সত্ত্বেও পাপ না করিলে তাক্ওয়া অটুট ঃ

এ আলোচনার দ্বারা বিষয়টি সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেল যে, শয়তান মানুষের মনের মধ্যে খেয়াল ঢালিয়া দিতে পারে, কু-কাজের প্রতি প্ররোচনা দিতে পারে, কিন্তু ঐ কাজ করিতে বাধ্য করিতে পারে না। অতএব, অন্তরের মধ্যে খারাপ কাজের প্রতি যতই আগ্রহ জাগুক না কেন, আপনি উহা অনুযায়ী কাজ না করিলেই হইল। তাহা হইলে আপনার তাক্ওয়া-পরহেয্গারী সম্পূর্ণ অক্ষত রহিল। ইহার উদাহরণ এইরূপ যে, জুন মাসের প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কেহ রোযা রাখিয়াছে। খুবই পিপাসা লাগিয়াছে। মনের মধ্যে বারবার পানি পান করার ইচ্ছা জাগিতেছে। কিন্তু তবুও সে পানি পান করিল না। বলুন, তাহার রোযা ঠিক আছে, নাকি নষ্ট হইয়া গিয়াছে ? মনের মধ্যে পানি পানের অছ্অছার ফলে রোযা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে কি ? পানি পানের প্রতি অন্তরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ বারও যদি তাকাযা (চাহিদা) পয়দা হয়, কিন্তু সে পানি পান না করে, তাহা হইলে তাহার রোযা সম্পূর্ণ অটুট আছে। বরং সে দ্বিগুণ ছাওয়াবের অধিকারী হইবে। এক তো রোযার ছাওয়াব, দ্বিতীয়তঃ পিপাসার কষ্ট ও তাকাযার কষ্ট সহ্য করার ছাওয়াব। ঠিক তদ্রূপ, গুনাহের লাখ অছ্অছা হওয়া সত্ত্বেও যদি গুনাহ্ না করে, তাহা হইলে লোকটি একেবারে মোত্তাকী। অছ্অছার দরুন তাক্ওয়ার মধ্যে কোনও ত্রুটি বা ক্ষতি হয় না। ছুবহানাল্লাহ, এসবকিছু আমাদের বুযুর্গদের কি আশ্চর্যকর এলেম। أُولَـٰئِكَ آبَائِي فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ আমাদের বাপ-দাদাদের মত এমন বাপ-দাদা কেহ পেশ করিয়া তো দেখাও ?

সারকথা হইল, পাপের প্রতি লক্ষ তাকাযা বা আগ্রহ হইলেও আপনি সেই আগ্রহ অনুযায়ী কাজ করিবেন না, তাকাযার অনুকূলে সাড়া দিবেন না। তাহা হইলে আপনার তাক্ওয়া-পরহেয্গারী বিল্কুল ঠিক আছে। দেখুন, এই মুহূর্তেও সকলের পেটের মধ্যে কিছু না কিছু পায়খানা মওজুদ আছে। এখনই যদি এক্স-রে করাইয়া নেওয়া হয় তবে তাহা চোখেও দেখা যাইবে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তাহা বাহির না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার উযূ বহাল আছে। তদ্রূপ, মনের মধ্যে যত খারাপ খেয়ালই আসুক না কেন, যদি উহাতে স্বেচ্ছা-লিপ্ততা না হয়, উহা মোতাবেক কাজ না করা হয়, তাহা ইহলে আপনার তাক্ওয়া অটুট আছে। দেখুন, দ্বীন কত আছান।

جو آسان کرلو تو ہے عشق آساں

جو دشوار کرلو تو دشواریاں ہیں

মাওলাপ্রেম তো খুবই সহজ

যদি সোজা চলো

নিজেই যদি বানাও কঠিন

কঠিন তবেই হলো।

কেহ যদি সরল-সোজা ভাবে মাওলার দিকে আগাইতে চায় তবে সহজেই সে মাওলাকে ভালবাসিতে পারিবে এবং অতি সহজে মাওলাপ্রেমিকদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। আর যদি খামখাই কেহ এপথকে কঠিন মনে করে, আল্লাহ্‌র জন্য যাহা কিছুই করিতে বলা হয়, সবকিছুই তার কাছে কঠিন মনে হয়, তবে তো শরীঅতের সবকিছুই তাহার নিকট শুধু কঠিন আর কঠিনই মনে হইবে।

অছ্‌অছার প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করাই উহার প্রতিকার ঃ

আসলে দ্বীন তো খুবই সহজ। আমরা নিজেরা দ্বীনকে কঠিন বানাইয়া ফেলি। আমি তো বলি, যে ব্যক্তি শয়তানের নানাহ অছ্‌অছার উত্তর দানে লিপ্ত হইয়াছে, সে পাগল হইয়া গিয়াছে। কারণ, এক অছ্‌অছার উত্তর দেওয়ার পর শয়তান দ্বিতীয় অছ্‌অছা পেশ করিবে। এভাবে রাতভর শয়তানের বিভিন্ন ধরনের অছ্‌অছার জওয়াব দিতে থাকিলে দেমাগ খারাপ হইবে না কি ? সহজ পন্থা ইহাই যে, উহার কোন উত্তরই দিবেন না। শুধু এতটুকু বলুন যে, আয় আল্লাহ্‌, শোকর যে, আপনি ইহার ক্ষমতা ও শক্তিকে শুধু অছ্‌অছা দেওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

ওলীগণের উপর ইছমে-হাদীর তাজাল্লী হয়, আর শয়তান হইল ইছ্‌মে-মুযিল্লের প্রকাশস্থল ঃ

সেই সঙ্গে বুযুর্গদের সাহচর্যে আসা-যাওয়া করিতে থাকুন। তাঁহাদের সাহচর্যের বরকতে আল্লাহ্‌পাক ইবলীসের সমস্ত ধোকা ও চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া দেন। কারণ, আল্লাহ্‌র ওলীগণ আল্লাহ্‌পাকের 'হাদী' নামের প্রকাশস্থল। অর্থাৎ তাঁহাদের উপর হেদায়েতের তাজাল্লী বর্ষণ হইতে থাকে। যাহারা তাঁহাদের নিকট বসে, তাহাদের

উপরও ঐ তাজাল্লী বর্ষণ হয়, যাহার ফলে তাহারা হেদায়েত প্রাপ্ত হইয়া যায়। আর ইবলীস হইল আল্লাহ্পাকের মুযিল্ (مُضِلٌّ) নামের প্রকাশস্থল। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক যে যেকোন লোককে গোমরাহ্ (পথভ্রষ্ট) করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন, তাহার এই ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হয় ইবলীসের উপর। (ফলে, সে গোম্রাহ্ এবং যাহারা তাহার সহযাত্রী হয়, তাহারাও গোমরাহ্।) অতএব, গোমরাহ্ লোকজন হইতে দূরে থাকুন এবং আল্লাহ্র খাছ বান্দাদের সাহচর্যে থাকুন যাহারা বুযুর্গানে দ্বীনের সাহচর্যপ্রাপ্ত। এভাবে মুযিল (مُضِلٌّ) নামের বিপরীতে হাদী নামের ছায়ার মধ্যে আসিয়া যান।

যাহাকেই এরূপ দেখিতে পাও যে, সে বুযুর্গদের সোহ্বত হাসিল করে নাই, চাই তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও এলেমের দৌড় যত বড়ই হউক না কেন, কখনও তাহার সংস্পর্শে উঠা-বসা করিও না।

বুযুর্গদের সংস্রবহীন লোককে 'অনুসরণীয়' বানাইলে তোমার দ্বীন-ঈমানের সর্বনাশ ঘটিয়া যাইবে ঃ

কোনরূপ ব্যক্তিপূজা বা দলপ্রীতি বশতঃ নয় বরং আমি নেহায়েত এখলাছের সহিত একটি কথা আরয করিতে চাই। যাহা নিজের বুযুর্গদের নিকট শুনিয়াছি তাহাই শুনাইয়া দিতেছি। কাহাকেও আমরা অনুসরণের জন্য বাধ্য তো করিতে পারিব না, তবে যাহা স্বীয় বুযুর্গানের মুখে শুনয়াছি তাহা শুনাইয়া তো দিতে পারি? আর তাঁহাদের এখলাছ ও লিল্লাহিয়ত তো যেকোন সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। সেই কথাটি এই যে, আমাদের বুযুর্গগণ বলিয়াছেন, যে সকল লোক বুযুর্গানেদ্বীনের সোহ্বত হাসিল করে নাই, তর্বিয়ত হাসিল করে নাই, কোন বুযুর্গের সংস্রবে থাকিয়া নিজেকে গড়ে নাই, এমন লোককে যদি দ্বীনী-মুরব্বী বানাও, তবে তুমি ফেতনার মধ্যে পড়িয়া যাইবে। দ্বীন-ঈমানের বিষয়ে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইবে। এজন্য সব লেখকের কিতাবাদিও পড়িতে নাই।

কোন্ বই-কিতাব পড়িবে এবং কোন্টি পড়িবেনা ঃ

হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন, স্বীয় বুযুর্গদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লও যে, আমি কোন্ কোন্ কিতাব পড়িব এবং কোন্ কোন্ কিতাব পড়িব না। হযরত হাকীমুল-উম্মতের কিতাবাদির মধ্যে এই কথা উল্লেখিত আছে। আপনি নিজেই তাহা দেখিয়া নিতে পারেন। অর্থাৎ

ঐ সকল বুযুর্গদের কিতাবাদি পড়ুন যাহারা স্বীয় বুযুর্গদের সোহ্বত লাভ করিয়াছেন এবং সমস্ত হক্কানী আলেমগণ যাঁহাদিগকে সমর্থন করেন। যেমন হযরত মুফতী শফী ছাহেব (রহঃ) পবিত্র কোরআনের তাফসীর লিখিয়াছেন, যাহার নাম তাফসীরে মাআরেফুল কোরআন। এ ধরনের সোহ্বতপ্রাপ্ত বুযুর্গদের তাফসীর ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী পাঠ করুন। নতুবা যে ব্যক্তি বুযুর্গদের সোহ্বতপ্রাপ্ত নয়, বুযুর্গদের হাতে তর্বিয়তপ্রাপ্ত নয় এমন কোন স্বঘোষিত মুফাচ্ছেরের তফসীর বা রচনাবলী যদি পাঠ করেন, তবে মনে রাখিবেন, আপনি কোন মারাত্মক ক্ষতির মধ্যে পড়িয়া যাইবেন। আপনার ঈমান লইয়াই টানাটানি পড়িয়া যাইবে। তাহার বেয়াদব কলম কখনও নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে গোস্তাখী করিয়া বসিবে, কখনও সাহাবীদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইবে। দ্বীনের নামে নতুন নতুন বিষয় সমূহ আবিষ্কার করার চেষ্টা করিবে এবং দাবী করিবে যে, কোরআনকে, দ্বীনকে যেভাবে আমি বুঝিয়াছি, আজ পর্যন্ত কেহই এভাবে বুঝিতে পারে নাই। কলমের এক খোঁচায় উম্মতের সকল বড়দেরকে খাট ও নীচ বানাইয়া দিবে। এমন মসিজীবীর মস্তক অসির উপযুক্ত।

কাহাকে অনুসরণ করিবেনা এবং কাহার জ্ঞান-বিদ্যা অনুসরণযোগ্য ঃ

তাই আমাদের বুযুর্গগণ বিশেষভাবে এই নসীহত করিয়াছেন যে, যতক্ষণ না ইহা অবগত হও যে, অমুক ব্যক্তি কোন বুযুর্গের সোহ্বতপ্রাপ্ত কিনা, ততক্ষণ পর্যন্ত কখনও তাহার সোহ্বতে বসিবে না, তাহার সঙ্গে উঠাবসা করিবে না, তাহার লেখা বই-পুস্তক পড়িবে না। যদিও তাহাকে লোকদিগকে মুরীদও করিতে দেখ, তবুও তাহার সম্পর্কে ভালভাবে জানিয়া লও, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে, সে কাহারও নিকট বায়আত হইয়াছে কি না? কাহাকেও নিজের মুরব্বী বানাইয়াছে কি না ? যদি বলে, আমার কোন বাবা (পীর) নাই, মাতৃগর্ভ হইতে আমি বাবা (পীর বা অনুসরণীয়) হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইলে বুঝিয়া লও যে, সে কেমন বাবা ? এজন্যই আমি বলিয়া থাকি যে, لَاتَأْخُذُوْ بَابَا مَنْ لَا بَابَا لَهٗ যাহার কোন বাবা নাই তাহাকে বাবা বানাইও না। অর্থাৎ এমন লোককে পীর বানাইও না যাহার কোন পীর নাই। কারণ, বুযুর্গদের খান্দানের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। সে তাঁহাদের খান্দানের বাহিরের এক লোক। যেই লোটা হইতে পানি পান করিতে চাও, প্রথমে

দৃষ্টি মেলিয়া দেখিয়া নাও যে, উহার ভিতরে কি আছে। কারণ, উহার চুঙ্গী (মুখ) দিয়া তাহাই বাহির হইবে যাহা উহার ভিতরে আছে। ভিতরে যদি পরিষ্কার পানি থাকে, তবে পরিষ্কার পানি বাহির হইবে। আর যদি পানির সহিত কোন ময়লা বা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস থাকে, তবে চুঙ্গী হইতে তাহাই বাহির হইবে।

মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ছীরীন (রহঃ)-এর একটি অতি মূল্যবান কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তিনি বলেন--

اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ

(صحيح مسلم ج ١ صـ١١)

অর্থ ঃ এই যে তোমরা এলেম শিখিতেছ, ইহা আল্লাহ্‌র দ্বীন, ইহা আসমান হইতে নাযিলকৃত মহা পবিত্র শরীঅত। অতএব, তোমরা ভালভাবে দেখিয়া নিও, যাচাই-বাছাই করিয়া নিও যে, কাহার নিকট হইতে দ্বীন শিখিতেছ বা দ্বীন হাসিল করিতেছ।

আমাদের বুযুর্গগণ এ বিষয়ের প্রতি সব সময় সজাগ ও সচেতন ছিলেন যে, যাহার নিকট আমরা দ্বীন হাসিল করিতেছি, তিনি কাহার নিকট দ্বীন হাসিল করিয়াছেন, কাহার নিকট দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। (কারণ, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক (রহ্ঃ)-এর মত মহামান্য মোহাদ্দেছ বলিতেছেন–)

اَلْاِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ - صحيح مسلم - ج ١ صـ١٢

অর্থ ঃ ওস্তাদ-শাগরেদের সূত্র বা সম্পর্কও দ্বীনের অংশ, দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। পরিভাষায় এই সম্পর্ককে 'এছ্‌নাদ' বলে।

ওস্তাদ-শাগরেদের সুত্রটি দ্বীনের এক বুনিয়াদী বিষয় ঃ

দ্বীন-ইসলামে ওস্তাদ-শাগরেদের সূত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহ্ঃ) বলিতেন, আমি মছ্‌নবী শরীফ পড়িয়াছি হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা থানবী (রহঃ)-এর নিকট, তিনি পড়িয়াছেন হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে-মক্কী (রহ্ঃ)-এর নিকট। আলহামদু লিল্লাহ্, আমি মস্‌নবী(গ্রন্থকার) পড়িয়াছি হযরত শাহ্ আব্দুল গণী ছাহেব ফুলপুরী

(রহ্ঃ)-এর নিকট। এভাবে দ্বীনের ক্ষেত্রে এই এছনাদ বা ছনদ নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইহার দ্বারা আস্থা ও বিশ্বাস পয়দা হয় যে, ইনির ওস্তাদ অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার ওস্তাদ অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

স্বঘোষিত ইসলামী চিন্তাবিদদিগকে অনুসরণের ধ্বংসাত্মক পরিণতি ঃ

বস্তুতঃ কেহ যদি এইভাবে দ্বীন শিক্ষা না করে, বরং ব্যক্তিগত অধ্যয়ন বা পড়াশুনার দ্বারা দ্বীন শিখে, তবে তো সে কোরআন-হাদীছের ও দ্বীনের ঐরূপ ব্যাখ্যাই করিবে যেভাবে এক ব্যক্তি এক কিতাবের মধ্যে একটি মাছ্‌আলা দেখিয়াছিল যে, نماز هلکے پڑھو (নামায হাল্কী পড়হো অর্থাৎ নামায সহজ ভাবে পড়।) কিন্তু সে বুঝিয়াছে, নামায হিল্‌কে পড়হো। অর্থাৎ দুলিয়া-দুলিয়া নামায পড়। তাই সে আদ্যোপান্ত নামাযের মধ্যে হেলিতে থাকিত। আগের যুগে ইয়া-মা'রূফকে (ي) ইয়া-মাজ্‌হূল (ے) এর আকারেও লিখিয়া দেওয়া হইত। যেহেতু এ লোকটি কাহাকেও ওস্তাদ বানায় নাই, যাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে ; বরং নিজে-নিজেই দ্বীন বুঝিয়াছে, ফলে, হেলিয়া-হেলিয়া নামায পড়িতেছে। যাহারা ওস্তাদ ছাড়া সরাসরি দ্বীন শিখে এবং শিক্ষা দেয়, তাহাদের অবস্থা ঠিক এই হয় যে, নিজেও হেলে, আপনাদিগকেও হেলাইয়া দেয় (অর্থাৎ দ্বীনের নামে নিজেও বদ-দ্বীনীতে লিপ্ত হয়, অন্যদিগকেও লিপ্ত করিয়া দেয়। নিজেও ধ্বংস হয়, স্বীয় অনুসারীদিগকেও ধ্বংস করে।)

প্রিয় নবীর সাক্ষাত-শিষ্য সাহাবীগণকে বাদ দিয়া দ্বীন বুঝা কি সম্ভব ?

আমার শায়েখ হযরত মাওলানা শ্যাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (দামাত বারাকাতুহুম) একটি চমৎকার কথা বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি কাহারও উদ্দেশ্যে কিছু বলিতেছে। শ্রোতা কানের উপর হাত রাখিয়া বলিতেছে, "কি বলিলে ?" ইহার অর্থ, আবার বল। কারণ, আমি শুনিতে পাই নাই। আর যদি ঐ একই ব্যক্তি সেই ঐ একই কথা বুক টান করিয়া চোখ বড় বড় করিয়া বলে যে, "কি বলিলে ?" দেখুন, ভাষা হুবহু এক হওয়া সত্ত্বেও অবস্থা ভেদে উহার অর্থের মধ্যে কত বড় পার্থক্য সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কারণ, বুক উঁচু করিয়া চোখ বড় বড় করিয়া যখন বলিল, "কি বলিলে ?" ইহার অর্থ, কেন অন্যায় কথা বলিলে ? রাখ, তোমাকে শায়েস্তা করিয়া দিতেছি।

কিন্তু, এই যে একই ভাষার দুই রকম অর্থ, ইহা কিভাবে জানা যাইবে ? কে এই পার্থক্য বলিয়া দিবে ? তাহারাই তো, যাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল ? যাহারা সেই বক্তাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিল ? যেই শিষ্যগণ ওস্তাদকে দেখিয়াছে, তাহার জিন্দেগী দেখিয়াছে, তাহারাই তাহার কথার সঠিক অর্থ বলিতে পারে। সঠিক অর্থ বুঝা ঐ লোকের জন্য কখনও সম্ভব হইতে পারে না যে হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য সাহাবায়ে-কেরামের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, বরং স্বীয় মস্তিষ্ককেই ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট মনে করে। অথচ, সাহাবীগণ ছিলেন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর প্রথম ছাত্র ও প্রত্যক্ষ শিষ্য, যাঁহারা হুযূরের কথা বলার সময় তাঁহার অঙ্গভঙ্গি দেখিয়াছেন, তাঁহার বাচনভঙ্গি দেখিয়াছেন, হুযূরের চোখ যুগলের রক্তিম রেখা ও তাঁহার চেহারা-মোবারক দেখিয়াছেন। বলুন, তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া হাদীছের সঠিক অর্থ নির্ধারিত হইতে পারে ? আমি তো বলি, যে ব্যক্তি বুযুর্গানেদ্বীনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, নিজেকে তাঁহাদিগ হইতে অ-মোহ্তাজ ও অমুখাপেক্ষী মনে করে, আযাব, পেরেশানী ও মস্তিষ্কের অস্থিতি ছাড়া জীবনে সে আর কিছুই লাভ করিতে পারিবে না। সারা জীবন নাক রগ্ড়াইয়া-রগ্ড়াইয়া যত তস্বীহ-তাহ্লীলই পড়িতে থাকুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বুযুর্গের সহিত সম্পর্ক না কায়েম করিবে, তাঁহার পরামর্শ ও নির্দেশনা মোতাবেক না চলিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনক্রমেই সফলকাম হইতে পারিবে না।

খাঁটি পীর ও অখাঁটি পীর ঃ

তবে শর্ত এই যে, সেই ব্যক্তি যেন খাঁটি বুযুর্গ, খাঁটি পীর হন, যিনি সুন্নত -শরীঅতের পূর্ণ অনুসারী। গাঁজাখোর, ভাংখোর ও জুয়াড়ী যেন না হয়। আজকাল তো লোকেরা এমন এমন লোককেও পীর রূপে গ্রহণ করে যে দরিয়ার কিনারে লেংটি পরিয়া, ছাই মাখিয়া বসিয়া থাকে এবং জুয়াড়ীদিগকে জুয়ার নম্বর বলিয়া দেয়। (জুয়া খেলার জন্য নম্বর নির্বাচন করিয়া দেয়।) না রোযা, না নামায। কারণ, ইহারা তো পাঁচ ওয়াক্ত নামায কা'বা শরীফে পড়ে! অতএব, এখানে পড়িবে কেন? ইহাদিগকে বলিয়া দাও যে, যেহেতু আপনি নামায কা'বা শরীফে আদায় করেন, অতএব, ওখানেই যমযম পান করিয়া নিয়েন এবং ওখানের খেঁজুরও খাইয়া নিয়েন। সেখানকার এত বড় বরকতময় খাবার ছাড়িয়া দিয়া এখানকার খাদ্য আপনি কেন খাইবেন ? তাই, আমরা এখন হইতে আপনাকে আর খাবার দিব না। এভাবে তিন দিন অতিক্রম হইতে দিন। দেখিবেন, এইবার সে নামায করাচীতেই (বা ঢাকাতেই) পড়িতে শুরু করিয়াছে।

জায়েয-নাজায়েযের ফিকির রাখা মোমেনের কর্তব্য ঃ

মোটকথা, কোন ব্যাপারেই নিজের মন মত চলিবেন না, নফ্ছের কথার উপর আমল করিবেন না। যখনই কোন বিষয়ে খট্‌কা হয় যে, ইহা জায়েয কিনা, যদিও কাহারও নিকট হইতে এরূপও শুনিতে পাইয়াছেন যে, এ ব্যাপারে কিছুটা অবকাশ আছে, তবুও পাকাপাকিভাবে না জানিয়া শুধু শোনাশুনি বা দেখাদেখির উপর ভিত্তি করিয়া আমল করিবেন না। আপনার পীর যদি আলেম হন, তবে তাঁহাকে লিখুন যে, আমার একটি আমল আছে, আমি এরূপ করি। এ ব্যাপারে হযরতের সম্মানিত রায় কি ? আর যদি পীর ছাহেব বড় আলেম ও মুফ্‌তী না হন, তবে নির্ভরযোগ্য মুফতী ছাহেবদের নিকট হইতে জানিয়া নিবেন। কিন্তু, খবরদার, মনগড়া মাছ্‌আলা বানাইয়া লইবেন না। অন্যথায়, মনে রাখুন, একটি মাত্র মাছ্‌আলার ব্যাপারেও যদি কেহ শরীঅতের খেলাপ চলে, তবে তাহার ছুলূক হাসিল হইবে না। অর্থাৎ সত্যিকার আল্লাহ্‌ওয়ালা হইতে পারিবে না। না তাহার যিকির-ওযীফার দ্বারা কাংখিত ফল বা ক্রিয়া অর্জন হইবে।

রহমতের ট্রাক ও আযাবের ট্রাক ঃ

আল্লাহ্‌পাক জাযায়ে-খায়ের দান করুন হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেবকে। তিনি বলেন, যাহারা ওযীফা তো পাঠ করে, কিন্তু গুনাহ্ ত্যাগ করে না, তাহাদের যিকির-ওযীফার ক্রিয়া কিভাবে সাধিত হইবে ? কারণ, যিকির-ওযীফার ফলে রহ্‌মতের ট্রাক আগাইয়া আসিল। ঐদিকে গুনাহ্ ও নাফরমানীর দরুণ আযাবের ট্রাক সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আযাবের ট্রাক রহ্‌মতের ট্রাককে সাইড দিতেছে না। বলুন, এমতাবস্থায় ছুলূক অর্জিত হইবে ? আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিল হইবে ? বস্তুতঃ আল্লাহ্‌পাক তাহাকেই ওলী বানান যে মোত্তাকী হয়, যে সর্বপ্রকার গুনাহ্ হইতে বাঁচিয়া থাকে।

কুধারণা দ্বীনের প্রকৃত খাদেম ও দ্বীনী কেন্দ্র সমূহ্ হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয় ঃ

যাক, আমি আবার পূর্ব প্রসঙ্গ অর্থাৎ বদ্‌গুমানী বা কুধারণার বিষয়ের দিকে ফিরিয়া যাইতেছি। শয়তান যখন দেখে, এই লোকটি অমুক বুযুর্গের নিকট হইতে দ্বীন শিখে, তখন সে ঐ দ্বীনী মুরব্বী সম্পর্কে তাহার অন্তরে কোন না কোন কুধারণার উদ্রেক করাইয়া দেয়। ফলে, সে ওখানে আসা-যাওয়া ত্যাগ করিয়া দেয়। ইহা

শয়তানের বড় অস্ত্র। অন্তরে কুধারণা পয়দা করিয়া দ্বীনের খাদেম ও দ্বীনি কেন্দ্র সমূহ হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। তবে হাঁ, কোন দ্বীনী খাদেমের সহিত যদি আপনার মিল-মোনাছাবাত না হয়, তবে আপনি তাহার নিকট না যান। ইহা তো জরুরী নয় যে, প্রত্যেক পীরকে নিজের পীর বানাইতে হইবে। যদি ভুল বশতঃ কাহারও সহিত এছ্‌লাহী সম্পর্ক করিয়াও থাকেন (অথচ, তাহার সহিত মিল্‌-মোনাছাবাত হয় না,) তবে শায়েখ পরিবর্তন করিয়া নিন। অন্য কোন শায়খের নিকট চলিয়া যান। কিন্তু বিনা দলীলে (বর্তমান শায়খের প্রতি) কুধারণা করিবেন না, তাঁহার গীবত করিবেন না।

এলাহাবাদের এক বুযুর্গের প্রতি পেস্তা ভক্ষণের অভিযোগ ঃ

এখন আমি আপনাদেরকে কুধারণা সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনাইতেছি। এলাহাবাদে এক বুযুর্গ ছিলেন হযরত মাওলানা শাহ্‌ ওয়াছীউল্লাহ্‌ ছাহেব (রহঃ)। তাঁহার এক মুরীদের বর্ণিত ঘটনা। করাচীতে তাহার একটি জেনারেল ষ্টোরও আছে। তিনি আমাকে শুনাইয়াছেন যে, আমি এক বড় অফিসারকে হযরত মাওলানার নিকট নিয়া গিয়াছিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, সে মাওলানার দ্বারা প্রভাবিত হইবে, তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করিয়া দ্বীন শিখিতে শুরু করিবে, গুনাহ্‌ ত্যাগ করিয়া দিবে, এবং আল্লাহ্‌ওয়ালা হইয়া যাইবে। সেখানে গিয়াছিলাম এশার পরে। হযরত মাওলানা তখন বাদাম এবং পেস্তা খাইতেছিলেন। দোআ ইত্যাদির পর যখন ফিরিয়া আসিতেছিলাম তখন পথিমধ্যে খুব আশাভরা প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলাম, জনাব, মাওলানার সহিত সাক্ষাত করিয়া কোন ফায়দা অনুভব করিলেন ? অন্তরে কিছুটা আল্লাহ্‌র মহব্বত বৃদ্ধি পাইল ? মনে কোন প্রভাব পড়িল ? তিনি বলিলেন, উনার প্রতি আগে যতটুকু সুধারণা ছিল, আজ তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, কারণ ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌ওয়ালা তো ঐ সকল লোক যাহারা শুক্‌না রুটি পানিতে ভিজাইয়া খাইয়া নেয়। তাই, এভাবে পেস্তা ও বাদাম ভক্ষণ করিয়া কিরূপে ইনি আল্লাহ্‌ওয়ালা হইয়া গেলেন ?

দেখুন, কী সীমাহীন মূর্খতা ? এ ধরনের অজ্ঞতা ও মূর্খতার দ্বারাই শয়তান লোকদিগকে বিভ্রান্ত করে। অথচ, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্‌ মুহাজিরে-মক্কী (রহঃ)-এর মত বুযুর্গ বলেন যে, যিকিরকারী (ছালেক) যদি দুধ পান না করে, মাথায় তেল মালিশ না করে এবং ইহার ফলে তাহার মস্তিষ্কে শুষ্কতা বৃদ্ধি পায়, তবে

আল্লাহ্‌পাকের নিকট কঠোর ভাবে জবাবদিহী করিতে হইবে যে, তুমি আমার দেওয়া মেশিন ব্যবহার করিয়াছ, অথচ উহাতে তেল দাও নাই ? দেহ তো আল্লাহ্‌র আমানত। দেহ যদি আল্লাহ্‌র্ আমানত না হইত বরং আমরাই আমাদের দেহ ও জীবনের মালিক হইতাম, তাহা হইলে আত্মহত্যা করা সকলের জন্য বৈধ হইত। ইহা অনেক বড় দলীল যে, আমরা আমাদের নই বরং আমরা তাহার। আমরা শুধু আমানতদার। আমরা আমাদের দেহের মালিক নই। এ জন্যই আত্মহত্যা হারাম।

যাক, আমার বন্ধুটি হাসিয়া বলিল, লোকটি পেস্তা আর বাদাম খাইতে দেখিয়া এত বড় এক ওলীর প্রতি কুধারণায় লিপ্ত হইয়া গেল এবং বলিতেছিল, আমরা তো ইহাই শুনিয়াছি যে, আল্লাহ্‌র ওলীগণ শুক্‌না রুটি পানিতে ভিজাইয়া আহার করেন, এভাবে তাহারা জীবন ধারণ করেন।

বর্তমান কালের মোজাহাদা (সাধনা) ও প্রাচীন কালের মোজাহাদার যুক্তিগ্রাহ্য পার্থক্য ঃ

আমরা বলিব, হাঁ, এক যমানা ছিল যখন তাঁহারা পানিতে ভেজানো শুক্‌না রুটি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। তবে তাহা ছিল ঐ যমানা যখন প্রতি বৎসর দেহের রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইত। এখন হইতে সাত-আট শত বৎসর পূর্বে এক যমানা ছিল যখন মানুষের দেহে রক্তের পরিমাণ এতটা বেশী হইয়া যাইত যে, প্রতি বৎসর কিছু রক্ত বাহির করিয়া ফেলিয়া না দিলে সর্বক্ষণ মাথা ব্যথা করিত, রগ ফুলিয়া যাইত ও ছিঁড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইত। এখন তো আর এক যমানা আসিয়া গিয়াছে, যেই যমানায় দেহে রক্ত ভরিতে হয়। ইহা দুর্বলতার যমানা। নকল জিনিস, নকল খাদ্য-খাবারের ব্যাপকতার যমানা। এই যমানার মানুষ তো ডাল্ডা-খাওয়া মানুষ। এখন কি আর সেইরূপ খাঁটি ঘি পাওয়া যায় ? আরে, খাঁটি ঘি পাওয়া যাইবে কি করিয়া, এখন তো খাঁটি বাতাস পাওয়াও কঠিন হইয়া গিয়াছে। করাচীর আবহাওয়া তো ডিজেলে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। (এভাবে ঢাকা সহ বড় বড় আধুনিক শহরের একই অবস্থা।) এই যমানায় যদি আমরা ভাল খাদ্য-খাবার না খাই, তবে, কিভাবে আমরা দ্বীনের খেদমত করিব? হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) তাঁহার যমানায় অর্থাৎ আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্বে শুধু নাশতাই করিতেন পাঁচ টাকার। মোতির খামীরা, বাদাম, বিভিন্ন রকম বলকারক মগজ ইত্যাদি দামী দামী জিনিস ছিল তাঁহার সকাল বেলার নাশতা। আমার শায়েখ আমাকে বলিয়াছেন,

দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার হযরত হাকীমুল-উম্মত (রহ্ঃ) যখন কিতাব লিখিতেন তখন বাদাম পিষিয়া উহার একটি টিকা মাথার উপর রাখিয়া নিতেন। এদিকে চারি ঘন্টা যাবত কিতাব লেখায় লিপ্ত আছেন, ওদিকে মস্তিষ্ক বাদামের তেল শুষিয়া নিতেছে। সুস্বাস্থ্য ও মস্তিষ্ক সতেজ রাখার এরূপ ব্যবস্থা যদি না করিতেন, তবে এত বড় কাজ তাঁহার দ্বারা কিভাবে সম্পন্ন হইত ? জান্ই যদি না থাকে, তবে কিভাবে জান্ দিবে ? ভাই, কোরবানীর খাসী মোটা-তাজা হওয়া কাম্য কি না ? তাই, আমরা যদি আমাদিগকে মোটা-তাজা ও বলীয়ান না করি, তবে আমাদের জানের কোরবানী হইবে আধা-মরা ষাঁড়ের কোরবানী। অতএব, যদি ভাল খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহা আল্লাহ্র জন্য করিবেন। মুরগীর সুপ পান করুন, আঙ্গুর ভক্ষণ করুন। অতঃপর সেই তাকত ও শক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পথে উৎসর্গ করুন। বলদের মত মোটা-সোটা হইয়া নিজের শক্তিকে গায়রুল্লাহ্র ভালবাসায় এবং আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে ব্যবহার করা না-শোক্রি, অকৃতজ্ঞতা। নিজের শক্তি ও পালোয়ানীকে আল্লাহ্র রাস্তায়, আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করুন।

পালোয়ানী প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ হইয়া গেল। আমার শায়েখ হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহ্ঃ) এমন এমন ঘটনাবলী শুনাইতেন, আজ হযরতের কথা স্মরণ হইলে প্রাণ ছটফট করিতে থাকে যে, হায়–

اڑگی سونے کی چڑیا رہ گیا پر ہاتھ میں

সোনার পাখী তো উড়িয়া গিয়াছে। বেদনার সহিত সেসব স্মৃতি আজ কেবলই মনে পড়িতেছে।

কুস্তিগীর হযরত জুনাইদ বাগদাদীর পরাজয়ের বিবরণ ঃ

একবার তিনি কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ঘটনা এই ছিল যে, হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহ্ঃ) শক্তিশালী এক কুস্তিগীর ছিলেন। তিনি তখন ওলী ছিলেন না। কুস্তি লড়িয়া পয়সা উপার্জন করিয়া উহা দ্বারাই জীবন ধারণ করিতেন। তিনি ছিলেন রাজকীয় কুস্তিগীর। কুস্তি লড়িয়া জয় লাভ করিতে পারিলেই রাজভাণ্ডার হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা পাইয়া যাইতেন। খাইয়া-পরিয়া সব ফুরাইয়া গেলে আবার কোথাও কুস্তি লড়িতেন। একবার এক অতি-দুর্বল সাইয়েদ সাহেব (অর্থাৎ প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর অধঃস্তন বংশধর) আসিলেন এবং বলিলেন, আমি জুনাইদ বাগদাদীর সহিত কুস্তি লড়িতে আসিয়াছি। শুনিয়া

সকলে হাসিতে লাগিল এবং বলিল, ভাই, আপনি তো বৃদ্ধলোক এবং দুর্বলও বটে। তিনি বলিলেন, দেখিবেন, আমি এমন প্যাচ খেলিব যে, জুনাইদ বাগদাদী তা চিরদিন স্মরণ করিবে। অথচ তিনি এত বেশী দুর্বল ছিলেন যে, হাঁটার সময় কাঁপিতেছিলেন।

বাদশাহ্ তাঁহার প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। অতঃপর জুনাইদ বাগদাদী যখন কুস্তির ফিল্ডে (মল্লক্ষেত্রে) অবতরণ করিলেন, ঐ বড় মিয়াও কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখে হাযির হইলেন এবং জুনাইদ বাগদাদীর সহিত কানে কানে বলিলেন, দেখ, আমি সাইয়েদ। তোমার নবীজীর বংশধর। আমার সন্তানেরা অনাহারে দিন কাটাইতেছে। তুমি যদি আজ তোমার নবীজী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)-এর বংশের মহব্বতে, স্বয়ং নবীজীর মহব্বতে পরাজিত হওয়ার অপমান সহ্য করিয়া নাও, তবে এই শাহী-পুরস্কার আজ আমি পাইয়া যাইব। যদিও তোমার মান-ইয্যত ভূলুণ্ঠিত হইবে, কিন্তু তোমার প্রিয়নবী ছাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তোমার প্রতি খুশী হইয়া যাইবেন। বস্, এতটুকু শুনিয়াই জুনাইদ বাগদাদী ইহাকে সুবর্ণ সুযোগ ভাবিলেন এবং অতি অল্প মূল্যে দোজাহানের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভের পথ মনে করিলেন।

محبت کی بازی وہ بازی ھے دانش

کہ خود ھار جانے کو جی چاھتا ھے

প্রেমের খেলা তো এমন খেলা যে, আপনাতেই হারিয়া যাইতে ইচ্ছা করে। প্রেমিক যদি প্রেমাষ্পদের সহিত খেলিতে নামে, তবে স্বীয় প্রেমাষ্পদের হাতে হারিয়া যাইতে মন চায় এবং হারিয়া যাওয়ার দ্বারাই প্রেমিকের প্রাণে আনন্দ লাগে।

অতঃপর কুস্তি শুরু হইল। জুনাইদ বাগদাদী কুস্তির কিছুটা এ্যাক্টিং করিলেন, অর্থাৎ কৃত্রিম ভাবে কুস্তির ভাব দেখাইলেন। এক পর্যায়ে ধড়মছে পড়িয়া গেলেন। আর যখনই তিনি পড়িয়া গেলেন, বড় মিয়া বুকের উপর চড়িয়া বসিলেন এবং ঘুষি মারিতে থাকিলেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র মহব্বতে তথা প্রাণাধিক প্রিয় নবীজীর মহব্বতে সবকিছু তিনি বরদাশ্‌ত করিতেছিলেন।

কুস্তি শেষ হইল এবং ঐ বৃদ্ধ সাইয়েদ শাহী পুরস্কার নিয়া চলিয়া গেলেন। জুনাইদ বাগদাদী ঐ রাত্রেই স্বপ্নযোগে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে দেখিতে পাইলেন। হুযূর বলিলেন, জুনাইদ, আমার মহব্বতে তুমি তোমার মান-ইয্যত জলাঞ্জলি দিয়াছ। সমগ্র পৃথিবীতে আমি তোমার ইয্যতের ডঙ্কা বাজাইয়া দিব। আজ হইতে তোমার নাম আল্লাহ্‌র ওলীদের অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

বুযুর্গদের প্রতি কুধারণা সম্পর্কে মাওলানা রূমীর দৃষ্টান্ত ঃ

যাক সেই প্রসঙ্গ। বন্ধুগণ, আমি আরয করিতেছিলাম যে, কুধারণা অত্যন্ত মারাত্মক রোগ। এই রোগ হইতে বাঁচুন। শয়তান কুধারণার দ্বারা দ্বীনের খাদেমগণ তথা বুযুর্গানেদ্বীন হইতে বঞ্চিত করিয়া দেয়। তাই এ বিষয়টিকে আরও স্পষ্টভাবে পেশ করিতেছি। মাওলানা রূমী (রহ্ঃ) বলেন যে, কেহ পানির চুঙ্গির মধ্যে পায়খানা লাগাইয়া দিল। অতঃপর ঐ কল বা চুঙ্গি হইতেই গ্লাসে পানি ভরিয়া পান করিতে লাগিল। আর বলিয়া উঠিল, ওহো, আজ তো দারুণ দুর্গন্ধ রে পানিতে। কেডিএ (বা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ) তো আজ প্রতারণা করিয়াছে। তাহাকে বলিব, আরে জনাব, কেডিএ বা ওয়াসা কর্তৃপক্ষের দোষ নয়, বরং আপনি নিজেই তো চুঙ্গির মুখে পায়খানা লাগাইয়া দিয়াছেন। ইহা উহারই দুর্গন্ধ। লাইনের পানি তো একেবারে স্বচ্ছ আসিতেছে। দোষ তো আপনার চুঙ্গিতে। অনুরূপ, একমাত্র নিজের কুধারণার কারণে কোন দ্বীনের খাদেম বা বুযুর্গকে তুচ্ছ ও খারাপ দেখা যায়। অথচ, খারাবী ঐ বুযুর্গের মধ্যে নয় ; বরং যে বদ্‌গুমানী করিতেছে, খোদ তাহার মধ্যেই খারাবী। কুধারণার ফলে তাহার দৃষ্টিতে হকও বাতিল বলিয়া মনে হয়। আর প্রকৃত সত্য এই যে, যাহার উপর আল্লাহ্‌র মেহেরবানী না হয়, ভাল জিনিসকে সে খারাপ দেখিতে পায়। দেখুন, হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেন যে, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর চেহারা-মোবারকের মধ্যে আমি সূর্য ভাসিতে দেখিতেছি। অথচ, আবু জাহ্‌ল বলিতেছে, এই পৃথিবীতে আমি এমন নিকৃষ্ট কোন চেহারা দেখি নাই। নাঊযু বিল্লাহ্।

চাঁদে পায়খানার গন্ধ আবিষ্কার ঃ

কুধারণার খারাবী সম্পর্কে আর একটি দৃষ্টান্ত শুনুন। জনৈক মহিলা তাহার বাচ্চার আবদস্ত (শৌচকার্য) করাইতেছিল। মেয়েরা ছোট বাচ্চাদের পায়খানা নিজ হাত দ্বারা ধৌত করে। হঠাৎ সে খবর পাইল যে, চাঁদ দেখা গিয়াছে। তাড়াতাড়ি সেও চাঁদ দেখিতে লাগিল। মেয়েদের অভ্যাস যে, বিভিন্ন মওকায় তাহারা নাকের উপর আঙ্গুল রাখিয়া নেয়। মহিলাটি চাঁদ দেখিয়া অন্য এক মহিলাকে বলিতে লাগিল, বোন, এবারের ঈদের চাঁদ তো খুবই পঁচা মনে হইতেছে। কারণ, চাঁদ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। অপর মহিলাটি বলিল, আরে বোকা, চাঁদে কোন দুর্গন্ধ নাই, দুর্গন্ধ তোমার আঙ্গুলে। উহাতে তোমার বাচ্চার পায়খানা লাগিয়া আছে। তুমি তোমার আঙ্গুল ধুইয়া নাও।

খোদার জ্বালানো চেরাগ নিভানো যায় না ঃ

বন্ধুগণ, এসব কাহিনীকে আপনারা নিছক কাহিনী মনে করিবেন না, বরং ইহাতে রহিয়াছে শিক্ষণীয় উপদেশ। ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন (এবং বুযুর্গদের প্রতি যদি কোন কুধারণা জন্মাইতে চায় তবে উহাকে নিজের চোখের ও বিবেকের ত্রুটি মনে করিয়া নিজের সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করুন।) নতুবা, মনে রাখুন, কোন ওলীআল্লাহ্‌র যে চেরাগ জ্বলিতেছে, কেহই তাহা নিভাইতে পারে না। আমি সুউচ্চ কণ্ঠে আবার আরয করিতেছি, আল্লাহ্‌পাক যেই চেরাগকে রওশন করিতে চান, কেহই তাহা নিভাইতে পারে না। বহু কুধারণাকারী কুধারণা করিতে করিতে কবরের পেটে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে চমকাইতে চাহিয়াছেন, কেহ তাহাকে নিভাইতে সক্ষম হয় নাই। (এক বুযুর্গ বলেন --)

چراغے را کہ ایـــزد بـــر فروزد

ہر آنکس تف زند ریشش بسوزد

অর্থ ঃ খোদা নিজে যেই চেরাগ রওশন করেন, কেহ যদি ফুঁক মারিয়া উহাকে নিভাইতে চায়, তবে তাহারই দাড়ি জ্বলিয়া যায়। (চেরাগের কোন ক্ষতি হয় না।)

আল্লাহ্‌পাক তাহার খাছ্ বান্দাদের চেরাগকে নিভিতে দেন না, নষ্ট হইতে দেন না। তাই দুনিয়ার কোন শক্তির, কোন কিছুরই তাহারা আদৌ কোন পরোয়া করেন না। আল্লাহ্‌র ওলীদের এবং তাঁহাদের খাদেমদের তো একটিমাত্র চিন্তা থাকে যে, আল্লাহ্‌পাক আমার উপর অসন্তুষ্ট না তো? এই এক চিন্তা তাহাদিগকে দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা হইতে মুক্ত করিয়া দেয়।

আফ্রিকার জঙ্গলে এক ধিকৃত আয়নার ঘটনা ঃ

এখন আমি আপনাদিগকে আরও একটি ঘটনা শুনাইতেছি। জনৈক হাবশী, যাহার ঠোঁট ছিল মোটা মোটা, দাঁত লম্বা লম্বা। সে আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। পথের মধ্যে কাহারও একটি আয়না পড়িয়া ছিল। ঐ আয়নার মধ্যে সে নিজের আকৃতি দেখিতে পাইল। দেখিল, সম্মুখের এই আয়নার মধ্যে কালো রংয়ের একটা লোক, যাহার বিরাট বিরাট দাঁত এবং মোটা মোটা ঠোঁট। সে তখন আয়নাকে ধিক্কার দিয়া, জোরে জোরে ধমকাইয়া বলিতেছিল, আরে, তোর এমনই

যমকালো এবং মোটা মোটা এই ঠোঁট! আর এত বিশ্রী এই আকৃতি ! সেজন্যই তো কেহ তোকে এই জঙ্গলে ফেলিয়া গিয়াছে। সুন্দর ও সুদর্শন হইলে নিশ্চয়ই তোকে আলমারীর মধ্যে সাজাইয়া রাখিত।

মাওলানা রূমী (রহঃ) বলেন, এই হাবশী লোকটি আয়নার মধ্যে নিজের ছূরতই দেখিতে পাইয়াছে। অথচ সে গালি দিতেছে আয়নাকে এবং স্বীয় চোখে আয়নাকে খারাপ দেখিতেছে। অনুরূপ যে সকল লোক কোন আলেম-বুযুর্গ সম্পর্কে, দ্বীনের খাদেমদের সম্পর্কে শরীঅত সম্মত প্রমাণ ব্যতীত স্রেফ নিজের কল্পনা-জল্পনা বশতঃ বদ্‌গুমানী (কুধারণা) করে, আসলে উহা তাহাদেরই ভিতরের আকৃতি, যাহা তাহারা আল্লাহ্‌ওয়ালাদের আয়নার মধ্যে দেখিতে পাইতেছে। অতএব, এই ব্যাধি হইতে বিশেষভাবে পানাহ্ চাওয়া দরকার।

বুযুর্গদের প্রতি যার যত ভাল ধারণা, তার প্রতি তত বেশী রহ্মতঃ

বুযুর্গানে-দ্বীন ও রব্বানী আলেমদের প্রতি কুধারণা করিবেন না। (বরং স্বচ্ছ মন নিয়া তাঁহাদের নিকট যাতায়াত করুন বা তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক রাখুন।) তারপর দেখুন যে, তাঁহাদের দ্বারা কি পরিমাণ উপকার লাভ হয়। বুযুর্গদের প্রতি যার যত বেশী সুধারণা থাকে, সে তত বেশী ফয়েয লাভ করে। আরব ও আজমের মোর্শেদ হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে- মক্কী (রহ্ঃ) তাঁহার কিতাব যিয়াউল-কুলূবের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, নিজের দ্বীনী মুরব্বীদের প্রতি যে যত বেশী ভাল ধারণা রাখে, আল্লাহ্‌পাক তাহাকে তত বেশী নেআমত, রহ্মত ও ফয়েয দান করেন। সুধারণা তো প্রত্যেক মুসলমানের প্রতিই জরুরী, কিন্তু যাঁহারা দ্বীনের খাদেম, বুযুর্গ, তাঁহাদের প্রতি যদি সুধারণা না থাকে, নিশ্চয় সে পথহারা হইয়া যাইবে এবং ঐ বুযুর্গের নিকট হইতে কিছুই পাইবে না।

এখন আমি আরও একটি দৃষ্টান্ত পেশ করিতেছি। মাওলানা রূমী (রহ্ঃ) বলেন, অল্প কিছু এলেম অর্জন হইয়া গেলেই কাহারও কাহারও মধ্যে শায়খুল-মাশায়েখ (সর্বজনাব, সর্বজনমান্য) হওয়ার শখ জাগে। অর্থাৎ সামান্য একটু এলেমের গরমে তাহারা দ্বীনের বড় বড় খাদেম, বড় বড় আলেম-বুযুর্গদের দোষ-ক্রটি সংশোধনে অবতীর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের চিন্তা করা উচিত যে, কোন মানুষ সকলকেই নিজের পীর বানায় না, বরং যাহার সহিত তাহার মিল-মুনাছাবাত বা মনের টান অনুভব হয়, যাহার সহিত রূহের গ্রুপ মিলে, তাহাকেই সে নিজের পীর বা বড় হিসাবে মানিয়া নেয়। তাই, প্রত্যেকেই অন্যের শায়েখ বা পীর হওয়ার চেষ্টা না করা উচিত।

ইঁদুর হইল উটের পীর সাহেব ঃ (আমাদের মত ছোটদের ও স্বঘোষিত ইসলামী পণ্ডিতদের বুযুর্গানেদ্বীনের মুরব্বী সাজার দৃষ্টান্ত) ঃ

এ বিষয়ে একটি মজাদার ঘটনা শুনাইতেছি। মাওলানা রূমী (রহ্ঃ) বলেন, কোন এক রাস্তা দিয়া একটা ইঁদুর যাইতেছিল। উহার সন্নিকট দিয়া একটি উটও যাইতেছিল। উটের গলার রশি মাটির উপর হেঁচড়াইতেছিল। ইঁদুর ঐ রশিটি তাহার দাঁতে কামড়াইয়া ধরিয়া উটের আগে আগে চলিতে লাগিল এবং উট উহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিল। ইঁদুর ভাবিল, এত বড় মুরীদ আজ আমার হাতে শিকার হইয়া গেল। আমার দেহ কত ছোট, আর উটের দেহ কত বড়। এতদসত্ত্বেও আজ সে আমার মুরীদ। অতএব, গর্বের সহিত ঘোষণা করিতে লাগিল, আজ হইতে আমার ব্যক্তিত্ব সর্বজন-স্বীকৃত হইয়া থাকিবে। দিকে দিকে আমার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িবে। কারণ, দানবের মত দেহ বিশিষ্ট উট আজ আমার গোলামে পরিণত হইয়াছে।

ঐদিকে উট-বেচারা নিজের শক্তি ও গতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখিয়া খুব ধীর গতিতে ইঁদুরের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল এবং ভাবিতেছিল, দেখি, ইঁদুর সাহেব কতক্ষণ পর্যন্ত আমার পীর ও মোর্শেদের দায়িত্ব পালন করেন ? সম্মুখে যখন একটি দরিয়া আসিল, ইঁদুর সেখানেই থামিয়া গেল। উট বলিল, মাননীয় মোর্শেদ, আপনি যখন যমীনের উপর আমার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, পানির মধ্যেও আপনি আমার পথপ্রদর্শক থাকুন। এখানেও আমি আপনাকে পীর ও মোর্শেদ রূপে পাইতে চাই। কেন আপনি থামিয়া গেলেন ? সম্মুখে অগ্রসর হউন। ইঁদুর বলিল, হুযূর, পানিতে নামার সাহস তো হয় না আমার। উট বলিল, জ্বী-না, কোন অসুবিধা নাই, দেখুন, আমি এখনই অগ্রসর হইতেছি। উট এক পা আগে বাড়াইয়া পানিতে নামিল। ইহাতে হাটু পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়া গেল। উট বলিল, হে আমার প্রিয় মোর্শেদ, কোন ভয় নাই। দেখ, পানি তোমার মুরীদের মাত্র হাটু পর্যন্ত পৌছিয়াছে। ইঁদুর বলিল, আরে, তোমার শুধু হাঁটু পর্যন্ত যতটুকু পানি, উহা তো আমার মাথা হইতেও কয়েক ফুট উঁচু হইবে। এই পরিমাণ পানির মধ্যে শুধু আমি কেন, বরং আমার কয়েক পুরুষও ডুবিয়া যাইবে।

মাওলানা রূমী এই কাহিনীর মাধ্যমে উপদেশ দিয়া বলিতেছেন যে, যাহারা ছোট এবং অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও বড়দের সংশোধনকারী এবং পথপ্রদর্শক বনিতে চায়, তাহাদের অবস্থাও ঠিক ঐ ইঁদুরের মত যে-ইঁদুর সাহেব উটের পীর সাহেব সাজিতেছিল। মাওলানা বলেন, অতএব, তোমরা কেহ এরূপ বোকামী করিও না।

ধূলা ও পাহাড়ের সংলাপ ঃ

একবার একটি ধূলা পাহাড়কে বলিল, হে পাহাড়, তোমাকে আমি একটু যাচাই করিয়া দেখিব। দাঁড়িপাল্লায় তুলিয়া তোমাকে ওজন করিয়া দেখিব। পাহাড় বলিল, হে ধূলা, তুমি যখন আমাকে তোমার পাল্লায় তুলিবে, তোমার পাল্লাই তখন খান্‌খান্‌ হইয়া যাইবে। তাই, আমাকে ওজন করা তোমার কাজ নয়।

মিল-মোনাছাবাত না হইলে চলিয়া যাও, কিন্তু গোস্তাখী করিও না ঃ

অতএব, নিজের ঐ সকল দ্বীনী মুরব্বী যাঁহাদের সম্মুখে তুমি আদবের সহিত বস, তাঁহাদিগকে মাপিতে চেষ্টা করিও না। সুধারণার সহিত তাঁহাদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা কর। যদি তাঁহাদের নিকট হইতে দ্বীনী ফায়দা, রূহানী ফয়েয অর্জন করিতে চাও, তবে সুধারণার দ্বারাই তাহা অর্জন করিতে পার। আর যদি তাঁহার সহিত মুনাছাবাত (মনের মিল-মহব্বত) না থাকে, তবে অযথা নিজেরও সময় নষ্ট করিও না, তাঁহারও সময় নষ্ট করিও না।

মনে কর, কাহারও কোন ছাহেবে-নেছ্‌বত ওলীর সহিত মুনাছাবাত হয় না, সেখানে নিজের মধ্যে আল্লাহ্‌র মহব্বত বৃদ্ধি পায় না এবং অন্তরে তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন খারাপ ধারণা আসে যে, এই লোক তো কিছুই না, বরং এক ধোঁকাবাজ ও প্রতারক বলিয়া মনে হয়। এমতাবস্থায় তাঁহার নিকট যাওয়া মানে নিজের জীবনকে ধ্বংস করা। তোমার রক্তের গ্রুপের সঙ্গে মিল না খাইলে সেই রক্ত যদি তোমার দেহে ভরা হয়, তবে ইহার অর্থ, নিজেকে নিজে ধ্বংস করা। ইহা আত্মহত্যা বৈ কি ? অতএব, সেই মুরব্বীকে ত্যাগ করিয়া এমন কোন মুরব্বীর সহিত সম্পর্ক কর যাহার সহিত তোমার রক্তের গ্রুপের মিল আছে, অর্থাৎ রূহানী মুনাছাবাত আছে (আত্মার মিল আছে।) কিন্তু, গোস্তাখী ও কুধারণা কাহারও সহিত করিও না।

আদব আল্লাহ্‌র মহব্বত ও আল্লাহ্‌র পথের বুনিয়াদ ঃ

সারকথা এই যে, আল্লাহ্‌র রাস্তার বুনিয়াদ, আল্লাহ্‌র মহব্বতের পথের বুনিয়াদ সম্পূর্ণ আদবের উপর। আপাদমস্তক আদব আর আদব হইয়া থাকিতে হয়। হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) তো এতটুকু পর্যন্ত লিখিয়াছেন যে, নিজের শায়খের কোন কথা যদি বুঝে না আসে, তাঁহার এছলাহী পদ্ধতি বা আচরণ, তাঁহার শাসন ও কড়াকড়ি ইত্যাদি যদি বুঝে না আসে, তবে ইহাই মনে করিতে হইবে যে, শায়েখ যেই মকাম (উচ্চ স্থান) হইতে দেখিতেছেন এবং বলিতেছেন আমি সেই মকাম পর্যন্ত পৌছিতে পারি নাই। সেই স্তরের বুঝ-জ্ঞান এখনও আমার মধ্যে পয়দা হয় নাই। ইহা এমন এক সবক যাহা অব্যর্থ মহৌষধের মত ফলদায়ক। এই উপদেশের উপর আমল করিলে কেহই কখনও গোমরাহ্ বা পথহারা হইতে পারে না।

খাঁটি পীরের শাসন মুরীদের জন্য মহৌষধ ঃ

এখন আমি এতদসম্পর্কিত একটি ঘটনা শুনাইতেছি। মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওস্‌মানী (রহঃ)-এর সহোদর ভাই মাওলানা সাঈদ আহ্‌মদ ছাহেব (রহ্ঃ) একবার থানাভবনে এমন এক যবরদস্ত বয়ান করিলেন যে, সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল। তাহা এমনই বয়ান ছিল যে, যেন স্বয়ং হযরত থানবী বয়ান করিতেছেন। লোকেরা হযরত থানবীকে গিয়া বলিল, হযরত, আপনার ভাগ্নে তো আজ খুবই আশ্চর্যকর বয়ান করিয়াছেন। মাওলানা সাঈদ আহ্‌মদ ছাহেব আজ এমন বয়ান করিয়াছেন যেমন আপনি বয়ান করেন। হযরত ভাবিলেন, লোকদের এত এত প্রশংসা শুনিয়া না-জানি তাহার নফ্‌ছ ফুলিয়া গেল কি না? চিন্তা করিলেন, দেখি তাহার চেহারার অবস্থা কি? কারণ, অন্তরে যদি অহংকার ও গর্ব-গরিমা মাথাচাড়া দিয়া উঠে, তখন চোখে, চেহারায় ও চাল-চলনে উহার প্রতিক্রিয়া ফুটিয়া উঠে। যেমন জ্বর হইলে যদিও তাহা শরীরের ভিতরে থাকে, কিন্তু চেহারাও লাল হইয়া যায়। এভাবে রাগ উঠিলেও চক্ষু লাল হইয়া যায়। চোখের লালিমাই বলিয়া দেয় যে, অবস্থা বেগতিক। যাহাই হউক, সেদিন হাটার সময় মাওলানার একটু ত্রুটি হইয়া গিয়াছিল। লোকদের মধ্য দিয়া যাওয়ার সময় মজলিসের কাহারও গায়ে তাঁহার পা লাগিয়া গিয়াছে। বস, হযরত তাঁহাকে কঠোরভাবে শাসাইতে আরম্ভ করিলেন যে, নালায়েক, বেওকুফ, এইভাবে লোকদিগকে কষ্ট দাও? মোটেও খেয়াল কর না? কেন তোমার পা লাগিল ঐ

লোকটির গায়ে ? আল্লাহ্ জানে, আরও কত কিছু যে সেদিন বলিয়াছেন। কিছুক্ষণ পর কেহ বলিল, হযরত, ত্রুটি তো তাহার খুবই সামান্য ছিল। তাহাও তিনি জানিয়া-বুঝিয়া করেন নাই। চলার সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবে সামান্য একটু পা লাগিয়া গিয়াছে। অথচ, হযরত এত কড়া ভাবে শাসন করিলেন ? ত্রুটি তো এই পরিমাণ ছিল না। হযরত থানবী বলিলেন, আসলেই ত্রুটি তেমন বড় ছিলনা। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল তাহার অহংকার ও আত্মগর্বের মূলে আঘাত হানা, যাহা ঐ বয়ানের পর তাহার মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছিল। আমি তো সেই বিষাক্ত ফোঁড়ার উপর ছুরি চালাইতেছিলাম। এই ছোট্ট ত্রুটিকে আমি একটি বাহানা বানাইয়াছি মাত্র। এই ছুঁতা ধরিয়া আসলে আমি এক কঠিন ব্যাধির অপারেশনে লিপ্ত হইয়াছিলাম।

এই ঘটনায় প্রমাণিত হইল যে, আল্লাহ্র ওলীগণ কখনও কোন ছোট্ট বিষয়ের উপরও কড়া ভাবে শাসন করেন, শক্ত ধমক দেন। আবার কখনও কোন বড় অপরাধের ক্ষেত্রেও মুচ্কি হাসিয়া নীরব থাকেন। সেজন্য খারাপ ধারণা করিবেন না যে, একজনের ছোট্ট অপরাধের জন্য এতটা রাগান্বিত হইলেন, অথচ, আর একজনের বিরাট অপরাধের প্রতিও কোন ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। (অথবা একই ব্যক্তির কোন ছোট্ট বিষয়ের জন্য কঠোর শাসন করিলেন, অথচ, তাহারই কোন শক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে চুপ থাকিলেন)। বস্, ইহাই মনে করুন যে, শায়েখ যেই মকাম হইতে, যেই নজর ও দৃষ্টিতে তরবিয়ত করিতেছেন, সেই মকাম পর্যন্ত আমি পৌছিতে পারি নাই, সেই নজর ও দৃষ্টি আমার নাই।

কামেল পীরের অনুসরণ ও পীরের সম্মুখে বিলীনতা দো-জাহানের মঙ্গল ঃ

অন্যথায় ওস্তাদ যদি বলেন (ا) (আলিফ) (ب) (বা), আর ছাত্র বলে, হুযূর, আলিফ খাড়া কেন ? 'বা' শোওয়া কেন ? তবে কি তাহার পড়া হইবে ? ওস্তাদ বলিবেন, আপনি তশরীফ নিয়া যান। আপনার কপালে সব্জি-বাজার লেখা আছে। আপনি গিয়া কপি বেচুন। আপনার ভাগ্যে যদি এলেম থাকিত, তাহা হইলে আপনি তাক্লীদ করিতেন (বিনা বাক্য ব্যয়ে ওস্তাদের অনুসরণ করিতেন)। এজন্যই প্রথমে নিঃশর্ত ভাবে অনুসরণ করিতে হয়, তারপর পরবর্তী সমস্ত পথ পরিষ্কার হইয়া যায় এবং সব সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। যখন নূরানী কায়েদা পড়িয়া ফেলিবে এবং একবার কোরআন শরীফ খতম হইয়া যাইবে, তখন নিজে-নিজেই পড়িতে পারিবে।

কিন্তু কেহ যদি শুরুতেই পণ্ডিত বনিতে চায় যে, আলিফ খাড়া কেন, 'বা' শোওয়া কেন, 'বা'-এর নীচে এক নোক্‌তা কেন, তবে আপনারাই বলুন, এই লোক পড়াশুনা করিতে পারিবে ? শিক্ষার জন্য সমগ্র দুনিয়ায় এই নিয়ম চালু আছে যে, শুরুতে শুধু ওস্তাদের তাক্‌লীদ করিতে হয়। অর্থাৎ ওস্তাদ যেভাবে শিক্ষা দেন তাহাই মানিয়া নিতে হয়। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি এই কথা বলিবে না যে, শিশুর এরূপ কোন অধিকার আছে ওস্তাদকে জিজ্ঞাসাবাদ করার, যাচাই-বাছাই ও গবেষণা করার।

বুযুর্গানেদ্বীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ মূর্খতা ও আহাম্মকী ঃ

অনুরূপ, আল্লাহ্‌র ওলীদের সম্মুখে নিজেকে ঐ শিশুর মত মনে করুন যে কিছুই জানে না। যে ব্যক্তি বুযুর্গানে-দ্বীনের সম্মুখে ব্যক্তিগত রায় পোষণ করে, তাঁহাদের উপর এ'তেরায তথা অনুযোগ-অভিযোগ করে বা কুধারণা করে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় তাহার কিছুই হাসিল হইবে না। অধিকাংশতঃই বুযুর্গানে-দ্বীনের প্রতি এ ধরনের আহাম্মকীপূর্ণ আচরণের কারণ হয় মূর্খতা। আল্লাহ্ আমাদের পানাহ্ দান করুন। এই আহাম্মকী ও মূর্খতার কোন চিকিৎসা নাই।

আহাম্মকী খোদায়ী গযব ঃ (হযরত ঈসা (আঃ)-এর ঘটনা)

হযরত ঈসা (আঃ) এক আহাম্মকের নিকট হইতে দ্রুত কদমে দূরে চলিয়া যাইতেছিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, হুযূর, আপনি তো আল্লাহ্‌র নবী। আপনি অন্ধের চোখের উপর হাত বুলাইয়া দিলে সে দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া যায়, কুষ্ঠ রোগীর শরীরে হাত বুলাইয়া দিলে কুষ্ঠ রোগ ভাল হইয়া যায়। তবে আপনি এই আহাম্মকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন কেন ? তাহার মাথায়ও হাত বুলাইয়া দিন না ? হযরত ঈসা (আঃ) তখন কি উত্তর দিয়াছিলেন ? মাওলানা রূমী (রহ্ঃ) বলেন, হযরত ঈসা (আঃ) বলিয়াছেন, কুষ্ঠ রোগীকে তো আমি আল্লাহ্‌র হুকুমে ভাল করিয়া দিই। আল্লাহ্‌পাক আমার হাতের মধ্যে অলৌকিক শক্তি রাখিয়াছেন। সেই শক্তির বদৌলতে আমি দৃষ্টিহীনকেও দৃষ্টিসম্পন্ন করিতে পারি। কিন্তু আহাম্মকী ও বেওকূফী যেহেতু আল্লাহ্‌র কহর-গযব, তাই এ খোদায়ী কহর-গযবের কোন চিকিৎসা আমার কাছে নাই।

অতএব, হে বন্ধুগণ, আমাদের সকলের উচিত আল্লাহ্‌পাকের নিকট 'দ্বীনের বুঝ'-এর জন্য প্রার্থনা করিতে থাকা। আল্লাহ্‌পাক আমাদিগকে দ্বীনের বুঝ দান করুন। এই বুঝ এমন এক দামী জিনিস যে, ইহা যদি নষ্ট হইয়া যায়, তবে বড় বড় ওলীআল্লাহ্‌কেও তাহার নজরে খারাপ মনে হইবে। এভাবে সমস্ত চিকিৎসক, সমস্ত ডাক্তার-কবিরাজের প্রতিই যদি ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হইয়া যায়, সকল বুযুর্গকেই যখন খারাপ ও অযোগ্য মনে করিবে, তখন ইহার পরিণাম কি দাঁড়াইবে ? পা আছড়াইয়া মরণ ছাড়া আর কোন গতি থাকিবে না। এই বে-সমঝি ও হেমাকতী এমনই খোদায়ী কহর যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মত পয়গম্বরের নিকটও ইহার কোন চিকিৎসা নাই। এই নাদানীর পথ ধরিয়া ভিতরে অহংকার পয়দা হইয়া যায়, (নিজেকে কিছু একটা ভাবিতে শুরু করে।) তাই, যাহার মধ্যে অহংকার পয়দা হইয়া গিয়াছে, বুঝিতে হইবে, সে আহাম্মক এবং নাদান।

অহংকার বেকুবদের ব্যাধি ঃ

আমার পহেলা মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গণী ফুলপুরী (রহঃ) বলিতেন যে, অহংকার সব সময় বেকুবদের মধ্যেই পয়দা হয়। অন্যথায়, দেখুন না, ফয়সালা তো রহিয়াছে আল্লাহ্‌পাকের হাতে, অথচ, এখনই সে নিজেকে 'বড়' মনে করিতেছে ! ফয়সালা তো মালিকের হাতে থাকে, গোলামের হাতে থাকে না। গোলামের কি হক্ আছে নিজের মূল্য নিজের নির্ধারণ করার ? গোলামের মূল্য তো স্বয়ং মালিক নির্ধারণ করিবেন রোজ-কিয়ামতের দিন। অতএব, বান্দা তো সে, যে নিজের কোন মান-মর্যাদা মনে করে না এবং কোন মুসলমানকে, বিশেষ করিয়া দ্বীনের কোন খাদেমকে (কোন বুযুর্গকে, কোন আলেমেদ্বীনকে) হেয় বা তুচ্ছ মনে করে না। তবে হাঁ, অবশ্যই আপনার এই এখতিয়ার আছে যে, কাহারও সহিত যদি আপনার আত্মিক মিল-মোনাছাবাত না হয়, তবে আপনি তাহার নিকট যাইবেন না। অযথা নিজের সময় নষ্ট করিবেন না, তাহারও সময় নষ্ট করিবেন না। যাহার সহিত মোনাছাবাত হয়, সেখানে যান। ইহা অপেক্ষা সহজ পন্থা আর কি হইতে পারে ?

যিনি আমাদিগকে দ্বীনের একটি অক্ষরও শিক্ষা দিলেন, আমরা তাঁহার গোলাম ঃ

অবশ্য, যাঁহার নিকট দ্বীনের একটি অক্ষরও শিখিয়াছেন, চিরদিন তাঁহার সহিত আদব রক্ষা করুন। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, যিনি আমাকে দ্বীনের একটি অক্ষর শিক্ষা দিয়াছেন, আমি তাঁহার গোলাম।

কাহারও নিকট 'দ্বীন' শিক্ষা করার পর তাঁহার প্রতি কুধারণা করা, তাঁহাকে শোধরানোর জন্য ব্যবস্থাপত্র তৈরী করা, ইহা তো ঠিক এমনই যেমন ইদুঁর উটের পথ প্রদর্শক বনিয়াছিল। আরে ভাই, আমাদের বড়দের প্রতি তো আমাদের অন্তরে সুধারণা রাখা উচিত? যদিও কোন দ্বীনী-মুরব্বী, কোন বুযুর্গ কখনও এই কথা বলিবেন না যে, আমি বড়, তবুও পূর্বোল্লেখিত ঘটনাবলী হইতে আমাদেরকে এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, আমরা আমাদের বুযুর্গদের প্রতি সুধারণা পোষণ করিয়া তাঁহাদিগকে 'সবকিছু' মনে করিব, (যদিও তাঁহারা নিজেকে কিছুই না মনে করেন)।

একবার হযরত মাওলানা রশীদ আহ্‌মদ গঙ্গূহী (রহঃ) বলিলেন, আমি তো কিছুই না। অতঃপর আবার বলিলেন, খোদার কসম, আমি কিছুই না। ইহা শুনিয়া জনৈক বেওকুফ বলিতে লাগিল, ইনি যখন কিছুই না, তবে তাঁহার নিকট আমরা কি পাইব ? কি হাসিল করিব ? অথচ, তাঁহার এই কথাই তাঁহার 'অনেক কিছু' এবং 'অনেক বড়' হওয়ার দলিল। যেমন এক বুযুর্গ বলেন--

کچھ ہونا مرا ذلت وخواری کا سبب ہے

یہ ہے مرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں

অর্থ ঃ নিজেকে কিছু মনে করাকে আমি আমার অপমানের কারণ মনে করি। আমার সম্মান তো আমার এই ধারণার মধ্যেই নিহিত যে, আমি কিছু নই।

আদব-তমীযের দোআ ঃ

বস্, এখন দোআ করুন যে, আয় আল্লাহ্, আমাদিগকে আমাদের বড়দের সহিত আদব-তমীয নসীব করিয়া দিন। যাঁহাদের নিকট আমরা দ্বীন শিক্ষা করি, তাঁহাদের প্রতি আদব-তমীয নসীব করিয়া দিন।

اے خـــدا جوئیم توفـــــیق ادب

بے ادب محروم ماند از فضل رب

আয় খোদা, আপনার দরবারে আমরা আদবের তওফীক প্রার্থনা করি। আমাদিগকে বেয়াদবী হইতে হেফাযত করুন। বেয়াদবী করিয়া আপনার দয়া ও রহমত হইতে যেন বঞ্চিত না হইয়া যাই। এবং আমাদের সবাইকে আপনার ওলীদের হায়াত নসীব করিয়া দিন।

আয় আল্লাহ্, আমাদিগকে স্বীয় বুযুর্গানের সম্মুখে নিজের আমিত্বকে মিটানোর তওফীক দান করুন। আমাদের দুনিয়া ও আখেরাত সব গড়িয়া দিন। তাক্ওয়ার জিন্দেগী নসীব করিয়া দিন।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ

مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

সমাপ্ত

খোদাপ্রেমের ব্যথা

مجھکو جینے کا سہارا چاہیئے

دل ہمارا غم تمہارا چاہیئے

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ্, আমি বাঁচার সম্বল চাই। আমার প্রাণের মাঝে তোমার ভালবাসার বেদনা চাই। নতুবা আমার জীবনে বাঁচিয়া থাকা কঠিন।

বাঁচবো আমি তব প্রেমের
ব্যথা নিয়ে প্রাণে
জীবন আমার বড় কঠিন
মাওলা তুমি বিনে।

(আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব-এর ছন্দের অর্থ)

আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, জীবন গঠন ও আল্লাহ্প্রেম অর্জনের অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ আমাদের কয়েকটি গ্রন্থ

- **আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **খাযায়েনে কোরআন ও হাদীস (কোরআন ও হাদীসের রত্নভাণ্ডার)**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **আল্লাহ্র মহব্বত-এর পরীক্ষিত তিনটি কিতাব**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **ক্রোধ দমন নূর অর্জন**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **অহংকার ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **আল্লাহ্প্রেমের সন্ধানে**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **মানাযেলে ছুলূক (মাওলাপ্রেমের দিগ্দিগন্ত)**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **শান্তিময় পারিবারিক জীবন**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **সাম্প্রদায়িক বিভেদ নির্মূল**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **আসমানী আকর্ষণ ও আকর্ষিত বান্দাদের ঘটনাবলী**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **মা'আরেফে মছনবী**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **কুধারণা ও প্রতিকার**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **ওলী হওয়ার পঞ্চ বুনিয়াদ**
  মূল : রূমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- **সীরাতুল আউলিয়া (মাওলাপ্রেমিকদের জীবনধারা)**
  মূল : আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী র.
- **শওকে ওয়াতন (আখেরাতের প্রেরণা)**
  মূল : হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.
- **জান্নাতের দুই রাস্তা তাকওয়া ও তওবা**
  আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
মাকতাবা হাকীমুল উম্মত
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৫৪২৮, ০১৯১৪৭৩৫৬১৫